রোগ-ব্যাধি, বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ

আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন

সংগ্রহ ও সংকলনে

ড. এ আর খান

অধ্যাপক ও ফাউন্ডার চেয়ারম্যান
ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



রোগ-ব্যাধি, বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ

আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন

সংগ্রহ ও সংকলনে

ড. এ আর খান

অধ্যাপক ও ফাউন্ডার চেয়ারম্যান

ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনায়

মাওলানা মুফ্‌তি মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম

প্রাক্তন শিক্ষক, লালবাগ মাদ্রাসা ঢাকা

ও

প্রিন্সিপাল হযরত ফাতেমা (রা.) বালিকা মাদ্রাসা, টাঙ্গাইল

রিমঝিম প্রকাশনী

বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স

তৃতীয় তলা দোকান নং-৩০৯

৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল :০১৭৩৯-২৩৯০৩৯, ০১৯৮২২৪৪৭৩১

রোগ-ব্যাধি, বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ

আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন

ড. এ আর খান

[সংকলক কর্তৃক প্রকাশিত ও সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশক
এ আর খান ট্রাস্ট
পুস্তিকা সিরিজ-০৮

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০১৪ ইং

মুদ্রণ : নিহাল প্রিন্টিং প্রেস

প্রাপ্তি সূত্র :
মুফ্তি নুরুল ইসলাম - ০১৭১২৬২৭৩৬০
শিবলী - ০১৭১৫৮০৬৩৬৫
সুফিয়ান - ০১৫৫২১৪০৩০৭
আমিনুল -০১৯১২৫১১২৩০

[redacted] হাদিয়া : [redacted] ([redacted] টাকা)

[redacted]

দু'টি কথা

বিসমিল্লাহহির রহমানীর রাহীম

"আর সুসংবাদ শুনিয়ে দিন এমন ধৈর্যশীলদেরকে যখন তাদের ওপর মুসীবত আসে, তখন বলে, আমরা তো আল্লাহরই আয়ত্তে, আর আমরা সকলে আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের প্রতি বর্ষিত হবে বিশেষ করুণাসমূহ তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এবং সাধারণ করুণাও। আর এরাই এমন লোক যারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে।" [সূরা বাকারা-১৫৫-১৫৭]।

"..... তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ জানেন (কোনটি কল্যাণকর আর কোনটি অকল্যাণকর), তোমরা জান না!" [সূরা বাকারা-২১৬]

সূরা বাকারার ওপরের আয়াতসমূহ পাঠ করে গভীরভাবে অনুধাবন করলে সহজেই বোধগম্য হয় যে, আল্লাহ রহমানুর রাহীম আমাদের সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তার প্রদত্ত বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট, বালা-মুসীবত কখনই আমাদের ধ্বংস বা অকল্যাণের জন্য নয়। বরং সবই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদেরই কল্যাণের জন্য। আপাত দৃষ্টিতে কষ্টকর ও অসহনীয় মনে হলেও পরিণামে ও কালান্তরে সবকিছুই দয়াল আল্লাহর তরফ থেকে বান্দার প্রতি রহমতস্বরূপ আপতিত হয়ে থাকে। আরবী না জানা মুসলিম ভাই-বোন যারা ইসলামের গূঢ় তত্ত্বের গভীরতায় প্রবেশ করতে অক্ষম তাদের অনেকেই এরূপ বিপদাপদ ও বালামুসীবতের সম্মুখীন হয়ে আল্লাহর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে পথভ্রষ্ট হতে পারেন। সেই হেতু বক্ষমান **"আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন"** নামক পুস্তিকায় একথাগুলিই পবিত্র কোরআনুল করীম ও রাসূল (সা.) এর হাদীসসমূহের দ্বারা আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের উপলব্ধির জন্য নানা আঙ্গিকে সংক্ষিপ্ত অথচ সাবলীলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে আরবী না জানা ইংরেজী পড়াএবং স্বল্প শিক্ষিত মুসলিম ভাই-বোনদের আল্লাহর প্রতি আস্থা, বিশ্বাস ও ভালোবাসা গভীরভাবে প্রোথিত হয় যাতে তারা অনুরূপ বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-কষ্টে অধীর ও পথভ্রষ্ট না হয়। আর এরূপ মুত্তাকীগণই আল্লাহর প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা পোষণ করে গভীর প্রশান্ত হৃদয়ে বিশ্বাসী থেকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে মাধ্যমে পুরস্কৃত হতে সক্ষম হন। বক্ষমাণ পুস্তিকাটিতে বিভিন্ন বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ ও তার ফজিলত সম্পর্কিত আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। বিপদাপদ, রোগ-শোক ও দুঃখ-কষ্টে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যে জিনিসটি তা হলো শান্তমনে অধীর না হয়ে সবর করা বা ধৈর্য অবলম্বন করা।

আল্লাহর সৃষ্টি তত্ত্ব ও বান্দার কল্যাণ সাধনের গোপন রহস্য না জানা থাকলে ধৈর্যসহকারে বিপদাপদ ও বালামুসীবতকে সহ্য না করে সহসাই এগুলো অপসারিত হয়ে যাক কামনা করে।

কিন্তু গভীর উপলব্ধিসহ ধৈর্য ধারণ করলে পরিণামে এগুলো, বিরল নেয়ামতে পরিণত হয়ে যায় এবং বিপদাপদ ও রোগ-শোক তথা ধৈর্য ধারণের জন্যও অসীম সওয়াব পেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে বান্দাদের মর্যাদা উন্নীত হয়ে থাকে।

মুমিন বান্দা আল্লাহর ওপর ভরসা করে দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করে; হা-হুতাশ করে না। আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করে না। যার ফলে আল্লাহর সাথে ভালোবাসার সম্পর্কের দরুন অন্তরে শান্তি ও স্বস্তি লাভে সক্ষম হয় এবং যারা বিপদে ঘাবড়ে যায়, হা-হুতাশ শুরু করে দেয় এবং তকদীরের বিরুদ্ধে আপত্তি-অভিযোগ করে, তারা বিপদাপদ থেকে সহসা অব্যাহতিও পায় না এবং তাদের আত্মাও শান্তি-স্বস্তি লাভ করতে পারে না- বরং অনেকে বিপদে অধৈর্য হয়ে আল্লাহকে অজ্ঞভাবে দোষারোপ করে থাকে, যার দরুন তারা কাফের হয়ে যায় এবং মুসলমানের সবচেয়ে বড় সম্পদ ঈমানদার হওয়ার মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। এরূপ দুর্ভাগা তথাকথিত মুসলমানগণ ধৈর্যধারণ করে না এবং প্রতিদান ও সওয়াবের আশা করে না ফলত তারা বিপদও ভোগ করে তদুপরি সওয়াব থেকেও বঞ্চিত থাকে। হাদীসে বলা হয়েছে- "প্রকৃত বিপদগ্রস্ত সে ব্যক্তি যে সওয়াব থেকে বঞ্চিত।"

পাণ্ডুলিপিটির ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন ও পরিশীলনে মুফ্তী হাফেয মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম সাহেবের অবদান প্রশংসার দাবিদার। তথ্যভাণ্ডার সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা আমাকে সাহায্য করেছেন তাদের প্রত্যেকের ওপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের খাস রহমত বর্ষিত হোক এ দোয়া করি।

এ গ্রন্থটিকে নির্ভুল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও কিছু মুদ্রণজনিত ভুলভ্রান্তি ও অসংলগ্নতা পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের আশা রইল। পরিশেষে, এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে নাযাতের উসিলা হিসেবে কবূলের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের নিকট কায়মনোচিত্তে ফরিয়াদ করছি। পুস্তিকাটি পাঠ করে মুসলমান ভাই-বোন বিন্দুমাত্র উপকৃত হলে আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে বলে বিশ্বাস করি। পরিশেষে পুস্তিকাটির ব্যাপক প্রচার, পাঠ ও দৈনন্দিন জীবনে যথার্থ প্রয়োগে আমাদের দুনিয়ার কল্যাণ হাসিল ও আখেরাতে নিশ্চিত জান্নাত লাভের আশায় বিশ্বাস করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে ও পাঠক সমাজকে ক্ষমা করুন।

আমীন! ছুম্মা আমীন।

ড. এ আর খান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মার্চ, ২০১৪

সূচি পত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রথম অধ্যায় **বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-কষ্টের স্বরূপ**	৭
	উপক্রমনিকা	৮
	রোগ-শোক, বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট	৯
	মর্যাদার ভিত্তিতে বিপদাপদের কাঠিন্যতা	১০
	বিপদাপদের স্বরূপ	১১
	দ্বিতীয় অধ্যায় **বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-কষ্টের কারণ ও বিশ্লেষণ**	১৪
	বিপদাপদ আগমনের বিভিন্ন কারণ	১৫
	আল্লাহর বান্দার উপর দুঃখ-কষ্ট পতিত হবার কারণ	১৫
	ঈমানী শক্তি বৃদ্ধির জন্য পরীক্ষা	১৬
	জান্নাতের উপযোগী করার জন্য পরীক্ষা	১৭
	আল্লাহর দিকে ফিরে আসার সুযোগ প্রদান	১৯
	বান্দার গুনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা	২০
	আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের দুঃখ-কষ্ট কেন আসে	২২
	কতিপয় বিপদ-আপত ও তার কারণ	২২
	তৃতীয় অধ্যায় **বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ ও তার মাহাত্ম**	২৪
	সবর বা ধৈর্য	২৫
	চার ধরণের পরিস্থিতিতে ধৈর্য	২৫
	ধৈর্য সম্পর্কিত আল্লাহ তাআলার ঘোষণাসমূহ	২৬
	সবর সংক্রান্ত হাদীসের বাণী	২৭
	ধৈর্যের মর্যাদা	২৭
	ধৈর্যের উপরই সমৃদ্ধি নির্ভর করে	২৭
	বিপদাপদে ধৈর্যধারণের ফযীলত	২৮
	রোগ-শোক ও ধৈর্যধারণ	৩০
	সবরের সওয়াব বারবার পাওয়া যায়	৩২

	চতুর্থ অধ্যায় **বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-কষ্টের মারেফাত**	৩৩
	বান্দাকে বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করার মারেফাত	৩৪
	বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত মুমিনের জন্য রহমতস্বরূপ	৩৫
	বিপদাপদে আক্রান্ত হওয়া ঈমানের আলামত	৩৭
	নবীগণের এবং নেককারগণের পথ	৩৮
	নবী-রাসূল ও নেককার লোকদের বিপদাপদ	৩৮
	সংসারের প্রত্যেক কষ্ট ও সুখ পরীক্ষাস্বরূপ	৩৯
	রোগীর রোগ-যাতনা তার গুনাহের কাফফারাস্বরূপ	৪০
	বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ও তার ফযীলত	৪০
	বিপদগ্রস্ত অবস্থার জন্য সুসংবাদ	৪১
	পার্থিব বিপদের সওয়াব সম্পর্কে হাদীস ও মহাপুরুষগণের বাণী	৪২
	পঞ্চম অধ্যায় **বিপদাপদে করণীয়, বর্জনীয় ও শিক্ষণীয়**	৪৪
	বিপদ-আপদে কর্ম পন্থা/করণীয়	৪৫
	বিপদাপদ ও যাবতীয় সংকটের প্রতিকার	৪৬
	বিপদাপদ থেকে কতিপয় শিক্ষা	৪৭
	পার্থিব বিপদে শোকর ও পারলৌকিক সওয়াবের প্রত্যাশা	৪৯
	মুসীবত কামনা করা প্রসঙ্গে	৫০
	চার প্রকারের মোকাবেলায় অপর চার প্রকার	৫১
	কতগুলো শিক্ষণীয় বাস্তব ঘটনা হযরত আইয়ূব (আ.) এর ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়	৫২
	নবী মূসা (আ.) ও খিজির (আ.)	৫৩
	কাফের ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধি-বিধানের তারতম্য	৫৫
	জানের বিপদ মালের উপর দিয়ে যায়	৫৭
	জনৈক ব্যক্তির চাকরি হারানোর ঘটনা	৬১
	সারকথা ও পরিশিষ্ট	৬২
	এ আর খান ট্রাস্টের উদ্দেশ্য	৬৩

প্রথম অধ্যায়
বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-কষ্টের স্বরূপ

উপক্রমনিকা

পৃথিবীতে বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট, বালা-মুসীবত প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিন বান্দাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। এই পরীক্ষা ছোট-খাটো সমস্যা থেকে শুরু করে প্রাণঘাতী ব্যাধিও হতে পারে। বিশ্বাসী বা ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্য এই বিপদাপদ কল্যাণকর হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু অবিশ্বাসীদের কাছে কষ্ট-দুঃখ শুধুমাত্র বাধা-বিপত্তি হিসেবে প্রতীয়মান হয়। অপর দিকে, ঈমানদারদের জন্য দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে পরীক্ষা আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। মুমিন বান্দা ধৈর্যের সাথে সকল দুঃখ-কষ্ট, বালা-মুসীবত মোকাবেলা করলে এবং শান্ত মনে সবর করলে আল্লাহ তাআলা তাকে পুরস্কৃত করেন, তার গোনাহ মার্জনা করেন এবং জান্নাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে থাকেন। তাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- "সবরকারীদের অগণিত পুরস্কার প্রদান করা হবে।"

অবিশ্বাসীদের নিকট বিপদাপদ শুধুমাত্র অসুবিধা বা ক্ষতি হিসেবেই প্রতীয়মান হয়। পৃথিবীতে তারা বিপদাপদের বিনিময়ে কিছুই পায় না এবং পরকালেও তাদের কোনো প্রতিদান নেই। আপাতঃদৃষ্টিতে দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ ক্ষতিকর মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে মুমিন বান্দার জন্য তা কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

"..... তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ জানেন (কোনটি কল্যাণকর আর কোনটি অকল্যাণকর), তোমরা জান না!" [সূরা বাকারা-২১৬]

অতএব জীবনের সবক্ষেত্রে আপতিত বিপদাপদ থেকে কল্যাণকর বিষয় আশা করা এবং আল্লাহর সকল ফয়সালাতে রাজি-খুশির সাথে বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। ঈমানদারগণ সর্বদাই আল্লাহর ফয়সালাতে সন্তুষ্ট থাকবে। নেয়ামতের জন্য আল্লাহর নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করবে, তদরূপ কোনো বালা-মুসীবতের সম্মুখীন হলে সবর করবে আর এমনটি করা কল্যাণকর। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

"আর আল্লাহ্ যদি তোমার উপর কোনো কষ্ট আরোপ করেন তাহলে কেউ নেই তা রুখবার মতো তাঁকে ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তার মেহেরবানীকে রহিত করার মতোও কেউ নেই। তিনি যার প্রতি

অনুগ্রহ দান করতে চান স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন; বস্তুত তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু।" [সূরা ইউনুছ-১০৭]

ইবাদত ও পুণ্য অর্জনে পরিশ্রম ও মেহনত ব্যতীত এবং বিপদ-আপদে পতিত হওয়া ছাড়া কেউই বেহেশত লাভ করতে পারবে না। অথচ কোরআন ও হাদীসের বর্ণনায় প্রমাণ রয়েছে যে, অনেক পাপী ব্যক্তিও আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার দৌলতে জান্নাত লাভ করবে; এতে কোনো কষ্ট সহ্যের প্রয়োজনই হবে না। কারণ, কষ্ট ও পরিশ্রমের স্তর বিভিন্ন। নিম্নস্তরের পরিশ্রম ও কষ্ট হচ্ছে স্বীয় জৈবিক কামনা-বাসনা ও শয়তানের তাড়না থেকে নিজেকে রক্ষা করে কিংবা সত্য ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের বিশ্বাস ও আকীদাকে ঠিক করা। এ স্তর প্রত্যেক মুমিনেরই অর্জন করতে হয়। অতঃপর মধ্যম ও উচ্চ স্তরের বর্ণনা যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম হবে, সে স্তরেরই জান্নাত লাভ হবে। এভাবে কষ্ট ও পরিশ্রম হতে কেউই রেহাই পায়নি।

রোগ-শোক, বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা অহর্নিশ নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট, বিষাদ-বেদনায় জর্জরিত হই, রোগ-বালা মুসীবতে আক্রান্ত হই। আমাদের উপর পতিত বালা-মুসীবত ও দুঃখ-কষ্টও যে আমাদের জন্য রহমত এবং পুণ্য বৃদ্ধির মাধ্যম হতে পারে, তা হয়তো আমাদের অনেকেরই জানা নেই, ফলে তকদীর তথা মহান আল্লাহর বিধিবদ্ধ ফায়সালার উপর প্রশ্ন তোলে, আপত্তি-অভিযোগ উত্থাপন করে আমরা আমাদের ঈমান-আমলকে শঙ্কার মধ্যে ফেলে দেই। এভাবে মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে আমাদের দূরত্ব সৃষ্টি হয়, আমাদের পরকালীন জীবন ক্ষতি ও শঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আর এ জন্য দায়ী মূলত আমাদেরই অজ্ঞতা।

কোনো বিপদ কল্যাণের জন্য তখনই হয় যখন বান্দা বিপদে পতিত হয়ে সবর করে, হাহুতাশ করে না। আর যদি কখনো কোনো বান্দা বিপদে পতিত হয়ে হাহুতাশ করে তাহলে বুঝতে হবে এটি তার জন্য কল্যাণকর হবে না।

ধৈর্যাবলম্বনই হলো দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের একমাত্র প্রতিষেধক। সুতরাং এর প্রতিটি ক্ষেত্রে ধৈর্যাবলম্বন অপরিহার্য। দুটো কারণে তা করা প্রয়োজন। প্রথমত ইবাদতের জন্য সর্বোতভাবে প্রস্তুত হলে এর প্রয়োজন। যা কিছু চাওয়া-পাওয়া রয়েছে, সব কিছু ইবাদতের মাধ্যমেই হতে পারে। মূলত সব ইবাদতের জন্যই ধৈর্যের দরকার। অধৈর্য ব্যক্তি ইবাদতের দ্বারা আধ্যাত্মিকতার কোনো স্তরেই উন্নীত হতে পারে না।

মর্যাদার ভিত্তিতে বিপদাপদের কাঠিন্যতা

সকলের উপর একই ধরনের বা একই মাত্রার বিপদাপদ বা দুঃখ-কষ্ট পতিত হয় না। সকলের সহনশীলতা এবং ঈমানী জযবা এক রকম নয়। আল্লাহই জানেন কে কতটুকু কষ্ট সহ্য করতে পারবেন এবং মর্যাদার দাবিদার হতে পরবে।

রাসূল (সা.) বলেন, পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হন নবী-রাসূলগণ। এরপর যারা যত বেশি নবীগণের নিকটবর্তী হন, যত বেশি নবীগণের সাথে সম্পর্ক রাখেন, তারা তত বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হন। সুতরাং যখনই কেউ ভালো কাজের ইচ্ছা করে এবং পারলৌকিক মুক্তির পথে পা বাড়ায়, তখনই তার সামনে কঠিন বিপদাপদের পরীক্ষা এসে হাজির হয়ে যায়। ধৈর্যের অনুপস্থিতিতে সে তখন পথভ্রষ্ট হয় এবং পুণ্যের পথবিচ্যুত হয়। ফলে তার আধ্যাত্মিকতার উন্নতির সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। মানুষের মর্যাদার স্তর ও ঈমান অনুযায়ী বিপদাপদের তীব্রতা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

১	নবী-রাসূলগণ
২	সিদ্দিকগণ
৩	সাহাবীগণ
৪	তাবেঈনগণ
৫	তাবে তাবেঈনগণ
৬	অলি-আওলিয়া
৭	আলিমগণ
৮	পরহেযগারগণ
৯	সাধারণ মুসলমান

যার পরীক্ষা বা বিপদাপদ যত কঠিন তার পুরস্কার ও মর্যাদাও তত বেশি।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা অবশ্যই জান ও মালের পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং তোমাদের আগেকার আহলে কিতাবও মুশরিকদের তরফ হতে অবশ্যই অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে।"

আল্লাহ পাক যেন আগেই সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, আল্লাহর পথ বড়ই বিপদসঙ্কুল। পরীক্ষার কঠিনতর স্তর এসে বান্দাকে বিপর্যস্ত করে দিবে; সুতরাং তাতে ধৈর্যাবলম্বনকারীরাই হলো প্রকৃত মানুষ। কেননা বুঝতে হবে যে মানবীয়

দৃঢ়তা ও সংকল্পে স্থিরতা তার মধ্যে বিদ্যমান। তাই আল্লাহর পথে যে পা বাড়াতে চায়, তাকে প্রথমেই ধরে নিতে হবে যে, সে কঠিন ঝুঁকি মাথায় নিচ্ছে। শুধু তাই নয়: আমরণ তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে পর্যায়ক্রমে আগত সকল প্রকার বিপদাপদ ও দুঃখ-ক্লেশ সহ্য করার জন্য।

হযরত ফোজায়ল (রহ) বলেন, যে ব্যক্তি আখিরাতের পথে পা বাড়াতে চায়, সে যেন নিজের মধ্যে চার ধরনের মৃত্যুর অনুভূতি নিয়ে অগ্রসর হয়। তা হলোঃ

সাদা মৃত্যু : সাদা মৃত্যু হলো, ক্ষুধার যাতনা।

লাল মৃত্যু : লাল মৃত্যু হলো শয়তানের পথে সংগ্রামের কষ্ট।

কালো মৃত্যু : কালো মৃত্যু হলো পাপ বর্জনের ক্লেশ।

পান্ডুর মৃত্যু : পান্ডুর মৃত্যু হলো একের পর এক পার্থিব দুঃখ-কষ্ট, দুর্ঘটনা প্রভৃতি।

এ চার ধরনের কষ্টের স্বাদ যে ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করতে প্রস্তুত তার পক্ষেই কেবল পারলৌকিক সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। বিপদ আসার সাথে সাথেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং অসংযত আচরণ থেকে বিরত থাকাটাই হলো আসল ধৈর্য। বিপদ আসার পর হা-হুতাশ, আহাজারী করে বিপদ হাল্কা হয়ে যাওয়ার পরে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার নাম ধৈর্য নয়। রাসূল (সা.) বলেছেন, প্রথম আঘাতের সময়-ই হলো ধৈর্য।

বিপদাপদের স্বরূপ

জীবনচলার পথে মানুষ বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি, দুশ্চিন্তা, দরিদ্রতা ইত্যাদি প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যা মানুষকে পেরেশানীর দিকে ঠেলে দেয়। জীবনে মানুষ যত প্রকার পার্থিব পেরেশানীর সম্মুখীন হয় মারেফাতের রহস্যের দিক দিয়ে তা দুটি ভিন্ন স্বরূপে বিভক্ত :

প্রথম প্রকার দুশ্চিন্তা বা বিপদ-আপদ হলো, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব-শাস্তি হিসেবে পতিত হয়। গোনাহের মূল শাস্তি তো মানুষ পরকালে পাবেই, কিন্তু কখনও কখনও আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়াতেই সে আযাবের স্বাদ আস্বাদন করিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন-

"আমি গুরু শাস্তির পূর্বে অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা (সৎ পথে) ফিরে আসে।" [সূরা সেজদাহ-২১]

আর **দ্বিতীয় প্রকার** দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তা হলো এই, যার দ্বারা বান্দার মর্তবা বা মর্যাদা উঁচু করা হয়। সুতরাং বান্দার মর্তবা উঁচু করণার্থে এবং তাকে প্রতিদান ও সওয়াব প্রদান করতে এ সকল দুঃখ-কষ্ট মুসীবতে তাকে পতিত করা হয়।

কুরআন-হাদীসের বর্ণনার আলোকে মুমিন বান্দার প্রতি বিপদাপদ অবতীর্ণ হওয়ার প্রধাণত চারটি কারণ জানা যায়। সাধারণত বিপদাপদ বিভিন্ন কারণে আসলেও এর স্বরূপ কে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন :

বিপদাপদের স্বরূপ	১. আল্লাহর রহমত স্বরূপ	ঈমান শক্তিশালীকরণে পরীক্ষা	উচ্চ মর্তবা প্রদান	পাপ মুক্তিকরণ এবং বেহেশতের উপযোগী করে তোলা
	২. আল্লাহর অভিশাপ বা শাস্তিস্বরূপ	গোনাহের কাফফারা	সতর্কতামূলক	

আল্লাহর রহমত স্বরূপ বিপদাপদ : মুমিন বান্দাদের ওপর বিপদাপদ সাধারণত রহমত হিসাবে আসে। রহমত হিসেবে বিপদাপদ বা দুঃখ-কষ্ট বিভিন্ন স্বরূপে আসতে পারে। বান্দার গুনাহ মাফের কাফফারা হিসাবে আসতে পারে। কোন বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বা কোনো বান্দাকে বেহেস্ত লাভের উপযোগী করতে বিপদাপদ দিয়ে যাচাই করে থাকে।

আলামত/লক্ষণসমূহ : আল্লাহর রহমতস্বরূপ দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হলে নেক বান্দাগণ আল্লাহ তাআলার প্রতি কোনো প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করে না এবং তকদীরের কোনো প্রশ্ন বা দোষারোপ করে না (বরং বলে আল্লাহ যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন)। নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য অনুশোচনা করেন এবং তওবা-ইস্তেগফারের মাধ্যমে পূর্বের তুলনায় আরো অধিক আল্লাহ প্রেমী হয়ে যায়। বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্য আল্লাহর নিকট একান্তভাবে প্রার্থনা করে। নিজের দুর্দশার কথা পারতঃ পক্ষে অন্যের নিকট প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক থাকে। অতএব কোনো কষ্ট-মুসীবতের মুহূর্তে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করার তওফীক হলে, বুঝতে হবে এই বালা-মুসীবত, দুঃখ-কষ্ট আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত হিসেবে মর্যাদা ও

পুণ্যবৃদ্ধির মাধ্যম হিসাবে এসেছে যার প্রতিদান অফুরন্ত। এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ সহজ হয়ে যায়।

অভিশাপ বা শাস্তিস্বরূপ বিপদাপদ : খারাপ কাজের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তাআলা অনেক সময় বিপদাপদ দিয়ে মানুষকে সতর্ক সংকেত দিয়ে থাকেন এবং এর মাধ্যমে গোমরাহীর পথ থেকে হেদায়েতের পথে আসার সুযোগ করে দেন। যারা ভাগ্যবান তারা এ সতর্ক বার্তা বুঝতে পারে এবং খারাপ কাজ বা গোমরাহীর পথ থেকে ফিরে আসেন। কিন্তু হতভাগারা বারবার সতর্ক সংকেত পাওয়া সত্ত্বেও গোমরাহীর পথ পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয় না।

আলামত/লক্ষণসমূহ : আল্লাহর অভিশাপস্বরূপ দুঃখ-কষ্টে পতিত হলে মানুষ আল্লাহর ফয়সালার উপর প্রশ্ন-অভিযোগ উত্থাপন করতে শুরু করে (আল্লাহ কেন আমার উপর এমন বিপদ দিল, অমুক ব্যক্তিকে কেন এমন বিপদ দিল না ইত্যাদি)। তকদীরের বিশ্বাসের উপর দোষারোপ করতে থাকে। আল্লাহর সঠিক পথ থেকে আরো দূরে চলে যায়। এমনিভাবে বিপদগ্রস্ত হওয়ার ফলে আল্লাহ প্রদত্ত হুকুম-নির্দেশ ছেড়ে দেয়। যথা-আগে নামায পড়ত বিপদগ্রস্ত হওয়ার পর নামায ছেড়ে দিল। আগে যিকির-আযকার পাবন্দীর সাথে আদায় করত, এখন সে তা ছেড়ে দিল। পতিত মুসীবত দূর করার জন্য বাহ্যিক উপায়-উপকরণ গ্রহণ করছে ঠিকই কিন্তু আল্লাহ পাকের নিকট তাওবা-এস্তেগফার করছে না, দোয়া-প্রার্থনা করছে না। এসবই এর আলামত যে, যে কষ্ট-মুসীবত তার উপর এসেছে, তা আল্লাহর আযাব এবং শাস্তি। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক ঈমানদারকে এমন পরিস্থিতি থেকে হেফাজত করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-কষ্টের কারণ ও বিশ্লেষণ

বিপদাপদ আগমনের বিভিন্ন কারণ

নেক বান্দার উপর পতিত বিপদ-আপদ আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার প্রমাণ। হাদীস শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা তার অফুরন্ত ভালোবাসার মাত্র এক ভাগ তামাম মাখলুকের মধ্যে বণ্টন করেছেন। আর অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ তাঁর নিজের নিকট রেখে দিয়েছেন, যা দিয়ে তিনি মুমিন বান্দাকে মহব্বত করে থাকেন। এই হাদীস থেকে প্রতীয়মাণ যে, আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় বন্দাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, মহব্বত করেন। তিনি কখনও তার বান্দাকে বরবাদ করে দিতে চান না। এমনকি বান্দার সম্পদের সামান্য ক্ষতিও তিনি বরদাশত্ করেন না। তাই তা রক্ষা করার জন্য কুরআনে কারীমে সূরা বাকারার শেষের দিকে একটি আয়াত নাযিল করেছেন।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি বিভিন্ন সময়ে যেসব বালা-মুসীবত ও বিপদাপদ দেন, তাও মূলত তার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। বস্তুত বিপদাপদ দিয়ে তিনি বান্দাকে জান্নাতের উপযোগী করে নেন তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, গুনাহ মাফ করেন এবং সতর্ক সংকেত দিয়ে সুপথে ফিরে আসার সুযোগ করে দেন।

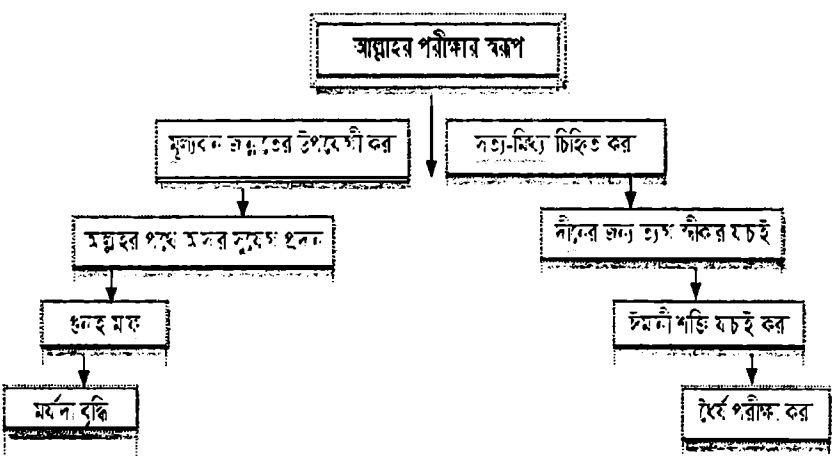

আল্লাহর বান্দার উপর বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট পতিত হওয়ার কারণ

যদিও আল্লাহ তাআলা বান্দার সামগ্রিক ঈমানী অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত তবুও বান্দার উপর যে দুঃখ-কষ্ট আসে তার প্রমাণ দলিল রাখা এবং সৃষ্টি জীবকেও সাক্ষী রাখার উদ্দেশ্যে তার উপর বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষা চাপিয়ে দেন। অতএব আল্লাহ যদি পরীক্ষা না করে বান্দাকে পরকালে জান্নাত

বা জাহান্নামের ফয়সালা করে দেন অথবা মর্যাদায় তারতম্য করেন, তখন হয়তো তারা অভিযোগ করতে পারে কেন তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখা হলো না তারা তো ভালো কাজ করত বা ধৈর্যধারণ করতে পারত। এ জন্যই মাখলুককে সাক্ষী করে রাখার জন্য আল্লাহর এ ব্যবস্থা।

এ ছাড়াও আল্লাহ তাআলা যাচাই করে দেখতে চান যে, তার বান্দা দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত হয়ে তার প্রতিপালকের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে? সে কি আল্লাহর ফায়সালায় একাত্ম হয়ে ধৈর্যধারণ করে এবং আনুগত্য বাড়িয়ে দেয়, না কি মনোক্ষুণ্ন হয়ে বিদ্রোহ করে বসে এবং নাফরমানীর দিকে ধাবিত হয়। প্রকৃত পক্ষে অধিকাংশ বান্দাই এই পরীক্ষায় সফল হতে ব্যর্থ হয়; কিন্তু সিদ্দিকগণ সহজেই এ পরীক্ষায় ধৈর্যের পরিচয় দেয় এবং আল্লাহ তাদের মর্যাদাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "আর যখন মানুষকে আমি কিছু অনুগ্রহ উপভোগ করাই তখন তারা আনন্দিত হয়; আর যদি তাদের উপর তাদের নিজেদের পূর্বকৃতকর্মের কারণে কোনো বিপদ নেমে আসে, তখন তারা হতাশ হয়।" (সূরা রুম-৩৬)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, "আর যখন আল্লাহ্ তার বান্দার রিযিক সংকুচিত করে তাকে পরীক্ষা করেন তখন সে বলে আমার প্রতিপালক আমাকে অপমান করেছেন।" (সূরা ফাজর-১৬০)

নিম্নে আল্লাহর বান্দাদের উপর বিপদাপদ ও বালা-মুসীবত অর্পিত হওয়ার বিভিন্ন কারণ কোরআন-হাদীসের আলোকে উপস্থাপন করা হলো।

ঈমানী শক্তি বৃদ্ধির জন্য পরীক্ষা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, আমি ভালো-মন্দ অবস্থার দ্বারা তাদের পরীক্ষা করেছি যেন তারা নিজেদের গর্হিত আচার-আচরণ থেকে ফিরে আসে। ভালো অবস্থার দ্বারা এর অর্থ হলো এই যে, তাদেরকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ দান। আর মন্দ অবস্থার অর্থ হয় লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সে অবস্থা যা যুগে যুগে বিভিন্নভাবে তাদের উপর নেমে এসেছে, অথবা কোনো কোনো সময়ে তাদের উপর আপতিত দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য, রোগ-শোক ইত্যাদি। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মানবজাতির আনুগত্য ও ঔদ্ধতের পরীক্ষা দু'টিই প্রক্রিয়ায় করে থাকেন। যথা- দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের মাধ্যমে এবং অন্যটি হলো ধন-সম্পদ ও সুখের প্রাচুর্যতার মাধ্যমে। বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

* দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসীবতের পরীক্ষার মাধ্যমে বান্দার অন্তরের ঈমানের উপস্থিতি যাচাই করা হয়।
* ঈমানকে কলুষতা থেকে পবিত্র করা হয়।
* নফসের ওয়াসওয়াসা ও গুনাহের ময়লা পরিশোধন করা হয়।
* গর্ব-অহংকার হ্রাস করা হয়।
* প্রকৃত জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করা হয়।

জান্নাতের উপযোগী করার জন্য পরীক্ষা

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা যাচাই করে দেখেন যে, বান্দা জান্নাতের অনন্ত-অফুরন্ত নিয়ামতরাজির উপযুক্ত কি না। কারণ জান্নাত কোনো সহজলভ্য বস্তু নয়; বিনা যোগ্যতায় কাউকে তা প্রদান করা হয় না। জান্নাত তো আল্লাহ তাআলা মুমিনের জান ও মালের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তো আল্লাহ তাআলা তার উপর বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে, বান্দা এসব পরিস্থিতিতে কিরূপ আচরণ করে একজন কৃতজ্ঞ বান্দার পরিচয় দেয়, না কৃতঘ্ন আচরণ করে।

বান্দাকে পরীক্ষা করা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলার কুরআন মাজীদের বিভিন্ন সূরাতে বিভিন্নভাবে ইরশাদ করেছেন :

الٓمّٓ ۔ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۔

"আলিফ লাম মীম। তারা কি এ ধারণা করেছে যে, একথা বলেই অব্যাহতি পাবে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে সুতরাং আল্লাহ সেই লোকদেরকে জেনে নিবেন- যারা সত্যবাদী ছিল এবং মিথ্যাবাদীদেরকেও জেনে নেবেন। [সূরা আনকাবূত: ১-৩]

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ۔

"তোমরা কি মনে কর যে (বিনাশ্রমে) জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ এখনও পূর্ববর্তীদের ন্যায় তোমাদের সামনে কোনো কঠিন বিপদের ঘটনা ঘটেনি। যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে তাদের উপর এমন এমন অভাব ও বিপদ-আপদ এসেছিল এবং তারা এমন প্রকম্পিত হয়েছিল যে, স্বয়ং রাসূল ও তার মুমিন সাথীরা বলে উঠেছিলেন, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?' স্মরণ রেখো! আল্লাহর সাহায্য আসন্ন।" [সূরা বাকারা: ২১৪]

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ -

"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়-ভীতি, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের বিনষ্টের মাধ্যমে। আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে যখন তারা বিপদে পড়ে, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং সবাই তারই নিকট ফিরে যাবো।" [সূরা বাকারা: ১৫৫-১৫৬]

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ -

"আমি অবশ্যই তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করব তাদেরকে জেনে নেয়ার জন্য, যারা তোমাদের মধ্যে দ্বীনের জন্য ত্যাগী ও দৃঢ় পদ। আর তোমাদের অবস্থাও আমি যাচাই করে নেব।" [সূরা মুহাম্মদ-৩১]

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ -

"আমি তোমাদেরকে বিপদ ও নিয়ামত দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" [সূরা আম্বিয়া-৩৫]

আল্লাহর পরীক্ষা প্রসঙ্গে রাসূল (সা.)-এর বাণী :

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বিপদ ও পরীক্ষা যত কঠিন হবে, তার প্রতিদানও তত মূল্যবান হবে। (এ শর্তে যে, মানুষ বিপদে ধৈর্যহারা হয়ে সত্য পথ থেকে যেন পালিয়ে না যায়) আর আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন তখন অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্য তাদেরকে বিপদাপদের পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে খুশি মনে মেনে

নেয় এবং ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহর ওপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহও তাদের ওপর অসন্তুষ্ট হন। [তিরমিযী]

বিপদাপদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের আচরণ :

* আল্লাহর ফায়সালায় রাজি থেকে সবর করে।
* আল্লাহর প্রতি আনুগত্য পূর্বের তুলনায় বাড়িয়ে দেয়।
* কখনো হতাশ হয় না এবং আল্লাহর নাফরমানীর দিকে ধাবিত হয় না।
* নিজের আমল সংশোধনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে।
* ভুল-ভ্রান্তির জন্য অনুতপ্ত হয় এবং ইস্তেগফার করে।

উপর্যুক্ত কোরআনের বাণী ও হাদীসমূহ দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে বান্দার উপর দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসীবত চাপিয়ে দেন। এবং বিপদাপদের সময়ে যারা উপরিউক্ত আচরণগুলো নিজেদের মধ্যে প্রতিফলিত করতে পারেন, তারাই প্রকৃত সফল এবং মহাপুরস্কার পাওয়ার দাবিদার।

আল্লাহর দিকে ফিরে আসার সুযোগ প্রদান

আল্লাহর দিকে যারা ফিরে আসে তাদের জন্য ইহলৌকিক বিপদাপদ রহমতস্বরূপ। আল্লাহ পাক অনেক মানুষকে তাদের কৃত পাপের জন্য সাবধান করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ইহকালে তাদের উপর নানাবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা ও রোগ-ব্যাধি চাপিয়ে দেন, যেন তারা সতর্ক হয়ে পাপ থেকে ফিরে আসে এবং পরকালের কঠিনতম শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।

অবশ্য যেসব লোক এরূপ দুর্যোগ-দুর্বিপাক সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি ধাবিত না হয় তাদের পক্ষে এটা দ্বিগুণ শাস্তি, (একটি) দুনিয়াতেই নগদ, (দ্বিতীয়টা) পরকালের কঠিনতম শাস্তি। কিন্তু নবী ও ওলীগণের উপর যে বিপদাপদ আসে, তাদের ব্যাপার এদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এগুলো তাদের পক্ষে পরীক্ষা স্বরূপ- যার মাধ্যমে তাদের মর্যাদা উন্নত হতে থাকে। যার লক্ষণ ও পরিচয় এই যে, এরূপ বিপদ-আপদ ও রোগ-ব্যাধির সময়ও তারা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এক প্রকারের আত্মিক শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকেন।

বান্দার অপরাধের মাত্রা যখন সীমাতিরিক্ত হয়ে যায় এবং পথভ্রষ্ট হওয়ার উপক্রম হয় তখন আল্লাহ তাআলা বিপদাপদের মাধ্যমে তার জন্য সতর্কতা স্বরূপ কিছুটা শাস্তির ব্যবস্থা করেন। যাতে মানুষ নিজেদের গর্হিত আচার-আচরণ থেকে সুপথে ফিরে আসে। বিপদাপদের মাধ্যমে বান্দাকে সতর্ক করা সম্পর্কিত কোরআনের কতিপয় আয়াত নিম্নে পরিবেশিত হলো :

* "গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে (ইহকালীন) লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।" [সূরা আলিফ-লাম-মীম-সাজদা-২১]

* "আর আমি তাদেরকে নিকটবর্তী (ইহকালীন) শাস্তিও আস্বাদন করাব আখিরাতের সেই মহাশাস্তির পূর্বে যেন তারা (বিপদাক্রান্ত হয়ে সুপথে) ফিরে আসে।" [সূরা আলিফ-লাম-মীম-সাজদা-২১]

* "স্থলভাগে ও জলভাগে মানুষের নিজ কৃতকর্মসমূহের দরুন আল্লাহর নানা প্রকার বালা-মুসীবত ছড়িয়ে পড়ছে, যেন আল্লাহ তাদের মন্দ কাজের কিছু অংশের স্বাদ উপভোগ করান, যাতে তারা ফিরে আসে।" [সূরা রুম-৪১]

* "আর আমি তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি, ভালো ও মন্দের মাধ্যমে, যাতে তারা ফিরে আসে।" [সূরা আরাফ-১৬৮]

* "আর আমি আপনার পূর্বে অন্যান্য উম্মতের নিকটও পয়গাম্বর প্রেরণ করেছিলাম, অনন্তর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, যেন তারা বিনীত হয়ে পড়ে।" [সূরা আনআম-৪২]

উপরিউক্ত কুরআনের আয়াত থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর বিপদাপদ দিয়ে সতর্ক করে তাদেরকে সুপথে ফিরিয়ে আনতে চান। আর বলাবাহুল্য যে, এতে আল্লাহ তাআলার কোনো ফায়দা নেই; বরং সুপথে প্রত্যাবর্তনের সুবাদে যে কল্যাণ বান্দা লাভ করে তার পুরোটাই স্বয়ং সেই বান্দার।

বান্দার গুনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা

রোগ-ব্যাধি বা বিপদাপদ দ্বারা অনেক গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বান্দার গুনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাকে বিপদাপদ ও বালা মুসীবতে গ্রেফতার করে থাকেন। কোনো কোনো সময় আল্লাহ তাআলা বান্দাকে একটি বিশেষ মর্যাদা প্রদান করতে চান; কিন্তু বান্দার নিজ আমলের দ্বারা সেই মর্যাদা হাসিল করতে পারে না। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে কোনো মুসীবতে অথবা রোগে আক্রান্ত করেন। অথবা তিনি বান্দার গুনাহ ক্ষমা করে দিতে চান কিন্তু বান্দা তাওবা-ইস্তিগফারে মনোযোগী নয়; তখন আল্লাহ তাআলা বান্দার উপর বিপদাপদ চাপিয়ে দেন। ফলে বান্দা সেই বিপদে ধৈর্যধারণ করে এবং তার অন্তরও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাকে নির্ধারিত সেই মর্যাদা দান করেন এবং তার গুনাহ মাফ করে দেন।

গুনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধি সম্পর্কিত হাদীস :

১. হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলার নিকট কোনো ব্যক্তির জন্য একটি উচ্চ মর্যাদা নির্ধারিত

থাকে। কিন্তু সে নিজের আমলের মাধ্যমে উক্ত মর্যাদায় পৌছাতে পারে না। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে এমন এমন জিনিসের দ্বারা আক্রান্ত করতে থাকেন যা তার জন্য বাহ্যিকভাবে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। যেমন– রোগ-শোক, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি) অবশেষে সে এসব পেরেশানীর উসিলায় উক্ত মর্যাদায় পৌঁছে যায়। [মুসনাদে আবু ইয়ালা, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/১৩]

২. হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, বান্দার প্রতি যে দুঃখ পৌছে থাকে, চাই তা বড় হোক বা ছোট হোক- তা নিশ্চয়ই অপরাধের কারণে, অবশ্য আল্লাহ তাআলা তার অধিকাংশ গুনাহগুলি নিজ দয়ায় ক্ষমা করে দেন। অতঃপর নবীজী (সা.)-এর সমর্থনে আয়াত তিলাওয়াত করলেন-অর্থঃ 'তোমাদের প্রতি যে বিপদ পৌঁছে তা তোমাদের কৃতকর্মের দরুন, আর আল্লাহ অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন।' [তিরমিযী]

৩. হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন বান্দার গুনাহ অধিক হয়ে যায় এবং সেগুলোর প্রায়শ্চিত্তের মত তার কোনো নেক আমল না থাকে তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বিপদ দ্বারা চিন্তাগ্রস্ত করেন যাতে তার গোনাহের প্রায়শ্চিত্ত করে দিতে পারেন। [আহমদ]

৪. হযরত মাহমুদ ইবনে লাবীদ (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন, তখন তাদেরকে (বিপদে ফেলে) পরীক্ষা করেন। তারপর যে ধৈর্যধারণ করে তার জন্য ধৈর্যধারণ (এর অফুরন্ত সাওয়াব) লেখা হয়, আর যে অধৈর্য হয়ে পড়ে তার জন্য বে-সবরী (এর গুনাহ) লিখে দেয়া হয়। (ফলে সে কেবল কান্নাকাটি ও হা-হুতাশ-ই করতে থাকে) [মুসনাদে আহমাদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/১১]

উপর্যুক্ত প্রমাণসমৃদ্ধ আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাকে ধ্বংস করার জন্য বিপদে নিপতিত করেন না। বরং তাকে ভালোবাসেন বলেই বিপদাপদের মাধ্যমে তাকে জান্নাতের উপযোগী করে তুলতে চান; তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে ও গুনাহ মাফ করতে চান, সর্বোপরি সতর্ক সংকেত দিয়ে তাকে ভালো হওয়ার সুযোগ দিতে চান।

বিপদগ্রস্ত কোনো ব্যক্তি তা সে যত বড় বিপদেই আক্রান্ত হোক না কেন, উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করলে বিপদে তার ধৈর্যধারণ অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রথমত বিপদাপদ থেকে হিফাযত করুন, দ্বিতীয়ত কোনো কারণে বিপদাপদ এসে গেলে তাতে ধৈর্যধারণ করার এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার ও নসীহত হাসিল করার তৌফিক দান করুক আমীন।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের দুঃখ কষ্ট কেন আসে

যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে যত বেশি প্রিয় তার উপর দুঃখ-কষ্টের কঠোরতা তত বেশি। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের অন্তরালে কল্যাণ ও রহমত লুকিয়ে থাকে। এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন-

"আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে মহাব্বত করেন ভালোবাসেন, তখন তার উপর বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষায় অবতীর্ণ করেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, ফেরেশতাগণ তখন আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ! সে তো আপনার প্রিয় বান্দা, পুণ্যবান বান্দা, আপনার প্রতি তার পূর্ণ ভালোবাসা রয়েছে, তা সত্ত্বেও আপনি তার উপর এত অধিক পরীক্ষা এবং দুঃখ-কষ্ট প্রেরণ কেন করছেন? জবাবে আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার এই বান্দাকে এই অবস্থায় থাকতে দাও। কারণ তার দোয়া-প্রার্থনা, তার আহাজারী, তার কাকুতি-মিনতি আমার নিকট খুব ভালো লাগে।"

কতিপয় বিপদ-আপদ ও তার কারণ

অনেক গুনাহ তো আল্লাহ ক্ষমাই করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, এই দুনিয়ায় বিপদাপদের সত্যিকার কারণ মানুষের গুনাহ; যদিও দুনিয়াতে এসব গোনাহের পুরোপুরি প্রতিফল দেয়া হয় না এবং প্রত্যেক গুনাহর কারণেই বিপদ আসে না। বরং অনেক গোনাহ তো ক্ষমা করে দেয়া হয়।

কোনো কোনো গোনাহর কারণেই বিপদ আসে। দুনিয়াতে প্রত্যেক গোনাহর কারণে বিপদ আসলে একটি মানুষও পৃথিবীতে বেঁচে থাকত না। বরং অনেক গুনাহ তো আল্লাহ মাফই করে দেন। যেগুলো মাফ করেন না, সেগুলোরও পুরোপুরি শাস্তি দুনিয়াতে দেন না; বরং সামান্য স্বাদ আস্বাদন করানো হয় মাত্র।

কুকর্মের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ প্রেরণ করাও আল্লাহ তাআলার কৃপা ও অনুগ্রহই। কেননা, পার্থিব বিপদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গাফেল মানুষকে সাবধান করা, যাতে সে গুনাহ থেকে বিরত হয়। এর পরিণামে সে পরিশুদ্ধ হয় এবং এটি তার জন্য একটি বড় নেয়ামত।

দুনিয়াতে বড় বড় বিপদ মানুষের গোনাহের কারণে আসে : তাই কোনো কোনো আলেম বলেন, যে ব্যক্তি কোনো গোনাহ করে, সে সারা বিশ্বের মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু ও পশু-পক্ষীদের প্রতি অবিচার করে। কারণ, তার গোনাহের কারণে

অনাবৃষ্টি ও অন্য যেসব বিপদাপদ দুনিয়াতে আসে, তাতে সব প্রাণীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কেয়ামতের দিন এরা সবাই গোনাহগার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।

ক্রমিক	বিপদের কারণ	আসন্ন বিপদ
১	ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামাজ ছেড়ে দেওয়া	আল্লাহর দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়
২	বান্দার অবাধ্যতা	অত্যাচারী শাসক চাপিয়ে দেন
৩	ব্যাভিচার	দুর্ভিক্ষ
৪	ঘুষ	ভীরুতা, আতঙ্ক
৫	অশ্লীলতা	নতুন নতুন রোগ ব্যাধির সৃষ্টি
৬	যাকাত অনাদায়ে	অনাবৃষ্টি
৭	সংসারপ্রীতি	অন্তরকে দুর্বল করে দেয়
৮	অত্যাচার ও কার্পণ্য	ক্রমাগত আযাব আগমন
৯	হারাম পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছেদ	ইবাদত-বন্দেগি কবুল হয় না
১০	ব্যবসা-বাণিজ্যে অধিক কসম খেলে	বরকতহীনতা সৃষ্টি হয়
১১	খাদ্যশস্য আটকে রাখলে	কুষ্ঠ ব্যাধি ও দরিদ্রতা
১২	মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়া	পৃথিবীতেই শাস্তি দেন
১৩	আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করলে	আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয় না
১৪	নামাজে কাতার সোজা না করলে	অন্তরে বিভেদ সৃষ্টি হয়
১৫	ওলীআল্লাহর সাথে শত্রুতা পোষণ করলে	দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়

গোনাহের কারণে বিপদাপদ আসা, এটাই গোনাহের আসল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য কারণও এর প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। ফলে বিপদাপদ প্রকাশ পায় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো গোনাহ ছাড়াই বিপদাপদ আসাও এর পরিপন্থী নয়। গোনাহ না করলে কোনো বিপদাপদ আসবে না এমনটি চিন্তা করা যাবে না। অন্য কোনো কারণেও বিপদাপদ আসা সম্ভবপর; যেমন পয়গম্বর ও ওলীগণের বিপদাপদের কারণ গোনাহ নয়; বরং তাদেরকে পরীক্ষা করা। পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা, এসব বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়
বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ ও তার মাহাত্ম্য

সবর বা ধৈর্য

মানব জীবনের প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাতে ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া বিশ্বাসীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের পথে আছে বহু রকম দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিপত্তি। এ সব বাধা-বিপত্তি, দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে ধৈর্যের পরিচয় দেওয়াকেই বলা হয় সবর। ধৈর্যধারণের পেছনে রয়েছে অপরিসীম কল্যাণ। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হবে, "ধৈর্যধারণকারীরা কোথায়?" একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেসব লোক উঠে দাঁড়াবে, যারা তিন প্রকারেই সবর করে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। এসব লোককে প্রথমেই বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে।

'সবর' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো আটকে রাখা, বিরত রাখা ও সংযত হওয়া। আর কোরআন ও সুন্নাহের পরিভাষায় এর অর্থ নফসকে তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিষয়ের উপর দমিয়ে রাখা। শরয়ী পরিভায়ায় তিনটি বিষয়ে নিজেকে সংযত রাখার নাম সবর বা ধৈর্য।

প্রথম বিষয় : আল্লাহ তাআলার আদেশ-নির্দেশ পালনে নিজেকে সুদৃঢ় রাখা।

দ্বিতীয় বিষয় : আল্লাহ তাআলা যা নিষেধ করেছেন তার দিকে যেতে নিজেকে বিরত রাখা।

তৃতীয় বিষয় : যে সকল বিপদ-আপদ আসবে সে সকল ব্যাপারে অসঙ্গত ও অনর্থক বা ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা থেকে নিজেকে সংযত রাখা। বক্ষমান পুস্তিকাটিতে এই তৃতীয় প্রকারের সবরের স্বরূপ, ধৈর্য ধারণের ফযীলত ও করণীয় নিয়েই আলোকপাত করা হয়েছে।

চার ধরনের পরিস্থিতিতে ধৈর্য

এক : এমন কোনো ইবাদত নেই, যাতে কোনোরূপ কষ্ট থাকে না। এ কারণেই ইবাদতের জন্য এত তাগিদ রয়েছে এবং তার বিনিময়ে সওয়াব প্রদানের ওয়াদা করা হয়েছে। ইবাদতের জন্য কামনা-বাসনা বর্জন করতে হয় এবং কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনা দমন করতে হয়। এ কাজ দুটো মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দুই : মানুষের কষ্টার্জিত পুণ্য বাঁচিয়ে রাখাও তার জন্য অপরিহার্য। এজন্য সর্বদা তাকওয়া অবলম্বন করে চলতে হয়। এবং সেটাও তার জন্য কঠিন কাজ বটে।

তিন : দুনিয়া ফিতনা-ফাসাদে পূর্ণ। দুনিয়াবাসীর নানা ধরনের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। এসব ক্ষেত্রেও ধৈর্য প্রয়োজন।

চার : পারলৌকিক মুক্তিকামীর জন্য বিশেষভাবে নানারূপ দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাকে উত্তীর্ণ হতে হয়। যে লোক যত বেশি প্রিয় হতে চাই, তাকে তত বেশি বিপদাপন্ন হতে হয়।

ধৈর্য সম্পর্কিত আল্লাহ তাআলার ঘোষণাসমূহ

ধৈর্য (সবর) ব্যতীত তওবা সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয় না। এমন কি কোনো ফরয কাজ সুচারুরূপে আদায় করা এবং পাপ পরিত্যাগ করা ধৈর্য ব্যতীত সম্ভবপর নয়। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন বিপদ-আপদ, বালা-মুসীবত, সমস্যা-সংকট দিয়ে পরীক্ষা করে প্রকাশ্যে প্রমাণ করতে চান যে, কে আল্লাহর পথে কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত আর কে ধৈর্য ধারণ করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

* "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর।"

[সূরা আলে ইমরান: ২০০]

* "(হে নবী) আপনি ধৈর্যধারণ করুন, যেমন অন্যান্য দৃঢ় সংকল্প রাসূলগণ ধৈর্যধারণ করেছিলেন।" [সূরা আহক্বাফ-৩৫]

* "আর ইসমাইল, ইদরীস ও যুলকিফলদের আলোচনা করুন, তারা সকলেই ধৈর্যশীল দৃঢ়পদ ছিলেন।" [সূরা আম্বিয়া-৮৫]

* "হযরত লোকমান (আ.) তার ছেলেকে নসীহত করে বললেন! হে বৎস, যে বিপদ তোমার উপর আপতিত হয়, তাতে তুমি ধৈর্যধারণ করবে।" [সূরা লুকমান-১৭]

* "রাসূলগণ কাফিরদের বললেন, তোমরা আমাদের যে সব কষ্ট দিয়েছো, আমরা তাতে সবর করব; আর আল্লাহরই উপর ভরসাকারীদের ভরসা করা উচিত।" [সূরা ইবরাহীম-১২]

* "বরং নেক কাজ তো এটা যে, কোনো ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি ..... আর যারা ধৈর্যধারণ করে অভাব অনটন, অসুখে-বিসুখে ও যুদ্ধ-জিহাদে। এরাই সত্যিকারের মানুষ, এরাই সত্যিকারের খোদাভীরু।" [সূরা বাকারা-১৭৭]

অতএব কোরআনের আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ধৈর্য ধারণ করতে হুকুম দিয়েছেন। তিনি ধৈর্য ধারণে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে বলেছেন। তাই নিজেকে সকলের চেয়ে বেশি ধৈর্যশীল হিসেবে তৈরি করা প্রয়োজন। ঈমানদার সকল প্রকার বিপদ-আপদকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করবে। আর এতে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে থাকবে শুভ সংবাদ। আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের পুরস্কার ও প্রতিদান দেবেন বিনা হিসাবে। ধৈর্য ও ক্ষমাকে আল্লাহ দৃঢ় সংকল্পের কাজ বলে প্রশংসা

করেছেন। আল্লাহ তাআলা বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ ও সালাতের মাধ্যমে তারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকে।

সবর সংক্রান্ত হাদীসের বাণী

হযরত সুহাইব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, মুমিনের অবস্থা কি অদ্ভুত যে, তার সকল অবস্থাই কল্যাণকর! আর এটা কেবল মুমিনেরই বৈশিষ্ট্য। যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয় তবে আল্লাহ শোকরগুজারী করে। তো এটা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর যদি তার উপর মুসীবত আসে তবে সে সবর করে তো, এটাও তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। [মুসলিম]

ধৈর্যের মর্যাদা

ধৈর্যের মর্যাদা বিরাট। অন্য নেয়ামতগুলো আরাম-আয়েশে কাজে লাগে আর ধৈর্যের নিয়ামত বিপদাপদের সময় সাহায্য করে। সে জন্যই একে অন্যান্য দান অপেক্ষা উত্তম বলা হয়েছে। সওয়াবের আশায় বিপদে ধৈর্য ধারণ করা বিপদ অপসারণের জন্য বিরাট মহৌষধ। এক হাদীসে বলা হয়েছে- সুসময়ের অপেক্ষা করা সর্বোত্তম ইবাদত। (মেশকাত)

যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত ও ফরয কার্য সমাধা করার ব্যাপারে সবর করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে তিনশত গুণ মর্যাদা দান করবেন। প্রত্যেক মর্যাদার মধ্যবর্তী ব্যবধান হবে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। অনুরূপ যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করবে, তাকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ছয়শত গুণ মর্যাদা দান করবেন। প্রত্যেক মর্যাদার মধ্যবর্তী ব্যবধান হবে সপ্তম আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। এমনিভাবে যে ব্যক্তি মুসীবতে ধৈর্যধারণ করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে সাতশত গুণ মর্যাদা দান করবেন। প্রত্যেক মর্যাদার মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে আরশ থেকে ভূগর্ভের নিচ পর্যন্ত দূরত্বের সমান।

অতঃএব, বিপদাপদে সবরে যত সওয়াব ও ফযীলত আছে, অন্য কোনো সবরে/ধৈর্যে তত নেই।

ধৈর্যের উপরই সমৃদ্ধি নির্ভর করে

ধৈর্য ও পরহেযগারীর মধ্যেই মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য। যাবতীয় বিপদাপদ ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকার জন্যে কোরআনে ধৈর্য ও তাকওয়া-পরহেযগারীকে শুধু একটি আয়াতেই নয়, বরং বহু আয়াতে একটি কার্যকরী

প্রতিষেধক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ধৈর্যের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

* "তবে যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং সৎকার্য করেছে তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে।" [সূরা হূদ]

* "আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের পুরস্কার এই দিলাম যে, তারা সফলকাম হয়েছে।" [সূরা মুমিনুন-১১১]

* "আর যে ধৈর্য ধরে এবং ক্ষমা করে দেয়, এটা অবশ্য সাহসিকতাপূর্ণ কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা শূরা-৪৩]

* "আর সুসংবাদ শুনিয়ে দিন এমন ধৈর্যশীলদেরকে যখন তাদের উপর মুসীবত আসে, তখন বলে, আমরা তো আল্লাহরই আয়ত্তে, আর আমরা সকলে আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের প্রতি বর্ষিত হবে বিশেষ করুণাসমূহ তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এবং সাধারণ করুণাও। আর এরাই এমন লোক যারা হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে।" [সূরা বাকারা-১৫৫-১৫৭]

* "হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা সাহায্য কামনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।" [সূরা বাকারা-১৫৩]

* "যা কিছু তোমাদের নিকটে আছে, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে, আর যা আল্লাহর নিকট আছে, তা চিরন্তন থাকবে; আর যারা ধৈর্যধারণ করবে। আমি অবশ্যই তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করব তাদের ভালো কাজের বিনিময়ে।" [সূরা নাহল-৯৬]

বিপদাপদে ধৈর্যধারণের ফযীলত

বিপদাপদে ও দুঃখ-কষ্টে সবর করা ফযীলত অনেক। হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, তোমরা পানাহারের বস্তু জোগায়ে যেমন রোগীর তত্ত্বাবধান করে থাক, আল্লাহ তাআলা তদ্রুপ বিপদাপদ দ্বারা স্বীয় বন্ধুগণের তত্ত্বাবধান করে থাকেন। এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর নিকট নিবেদন করলো- "আমার ধন চোরে নিয়ে গেছে।" তিনি বললেন, "যার চুরি হয় না এবং শরীর রোগাক্রান্ত হয় না, তার মধ্যে মঙ্গল নেই। আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, তার উপর বিপদ অবতীর্ণ করেন।"

অন্যত্র তিনি বলেন যে, মর্যাদার তারতম্যানুসারে বেহেশতে আসনের বহু শ্রেণিবিভাগ আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি এমন উন্নত স্তর আছে যে, মানুষ স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা ততদূর পৌঁছাতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বিপদাপদে নিপতিত করে তাকে তদ্রুপ মরতবায় উন্নীত করে থাকেন।

একবার রাসূলে করীম (সা.) আকাশের দিকে চেয়ে হাসছিলেন এবং বলছিলেন- "মুমিনের সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলার বিধান দেখে আমি বিস্মিত হই। তাকে

সম্পদ দিয়েও তিনি সন্তুষ্ট হন এবং তাতে তার মঙ্গল হয়ে থাকে, আবার তার উপর বিপদ চাপিয়ে দিয়েও তিনি সন্তুষ্ট হন এবং এতেও তার মঙ্গলও নিহিত থাকে।"

অর্থাৎ মুমিন বিপদে সবর এবং সম্পদে শুকর করে। এই উভয় অবস্থাই তার জন্য মঙ্গলজনক।

রাসূল (সা.) বলেন, সুস্থ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন বিপদগ্রস্ত লোকদের মর্তবা দর্শন করে বলবে- 'আহা আমার শরীরের গোশত যদি দুনিয়াতে কেটে ফেলা হতো!"

একজন পয়গম্বর (আ.) নিবেদন করলেন- ইয়া আল্লাহ, তুমি কাফিরদেরকে নিয়ামত দান কর এবং মুমিনদের উপর বিপদ অবতীর্ণ কর; এর কারণ কী? উত্তরে আল্লাহ বলেন- মানুষের সম্পদ ও বিপদ সমস্তই আমার। মুমিনের পাপ হয়ে থাকে। মৃত্যুকালে পাপ হতে পাক পবিত্র হয়ে সে আমার দর্শন লাভ করুক, ইহাই আমি চাই। সুতরাং দুনিয়াতেই বিপদাপদ দ্বারা তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে থাকি। আর কাফিরগণ দ্বারাও সৎকর্ম সম্পন্ন হয়। কিন্তু পার্থিব সম্পদ দান করত তার সেই সৎকর্মের পুরস্কার শোধ করে দিতে চাই। এর উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুও পর তারা যখন আমার দরবারে উপস্থিত হবে। তখন যেন তাদের কোনো প্রাপ্য না থাকে এবং আমি তাদেরকে উত্তমরূপে শাস্তি দিতে পারি।"

"যে ব্যক্তি মন্দ কার্য করবে, সে তজ্জন্য প্রতিফল পাবে।" এই আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করলেন- "হে আল্লাহর রাসূল, (পাপ করলেই শাস্তি পেতে হবে) আমরা কিরূপে ইহা হতে পরিত্রাণ পাবো?" উত্তরে তিনি বললেন- তোমরা কি পীড়িত ও দুঃখগ্রস্ত হও না? এটিই মুমিনের পাপের প্রতিফল।"

হযরত আব্বাস (রা.) বলেন কুরআন শরীফে তিনটি প্রকার সবর ও তার সওয়াবের কথা বর্ণিত আছে যথা :

[এক] 'সবর আলাত্তাআত'। ইবাদতে সবর। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূল যে সমস্ত কাজের হুকুম করেছেন, সেগুলোর অনুবর্তিতা মনের উপর যত কঠিনই হোক না কেন তাতে মনকে স্থির রাখা। এর সওয়াব তিন শত সোপান।

[দুই] 'সবর আনিল মা'আসী'। হারাম পরিত্যাগে সবর। অর্থাৎ, যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ ও তার রাসূল নিষেধ করেছেন, সেগুলো মনের জন্য যত আকর্ষণীয়ই হোক না কেন, যত স্বাদেরই হোক না কেন, তা থেকে মনকে বিরত রাখা। এর সওয়াব ছয় শত সোপান।

[তিন] 'সবর আলাল-মাসায়েব' অর্থাৎ, বিপদাপদ ও কষ্টের বেলায় সবর করা, অধৈর্য না হওয়া এবং দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শান্তিকে আল্লাহরই পক্ষ

থেকে আগত মনে করে মন-মস্তিষ্ককে সেজন্য অধৈর্য করে না তোলা। এর সওয়াব নয় শত সোপান। সিদ্দীকগণের মর্তবায় উপনীত না হলে কেউ বিপদাপদে সবর করতে পারে না। এজন্যই রাসূল (সা.) বলেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমি যাকে রোগাগ্রস্ত করি, সে যদি সবর করে এবং অপরের সম্মুখে এই রোগের অভিযোগ না করে, তবে সুস্থ করলে এই সবরের বিনিময়ে তাকে আমি পূর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চর্ম-মাংস দান করি। আর তাকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিলে আমার রহমতের সাথে উঠিয়ে নিয়ে থাকি।"

হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহর নিকট নিবেদন করলেন, "হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি বিপদে পড়ে একমাত্র তোমার জন্য সবর করে, তার প্রতিদান সে কি পাবে?" উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি তাকে ঈমানের পরিচ্ছদ পরাইয়ে দেই এবং কখনও তা ফিরায়ে নেই না।"

ধৈর্য অর্জনের উপায় : ধৈর্য অর্জনের পন্থা বা উপায় হলো, বিপদ কখন কার উপর আসছে তার আলোচনা করা। অধৈর্যের ফলে বিপদ কখনও কমবেশী হবে না, বা আগে-পরেও আসবে না। এ ধারণাটা পাকা পোক্ত করে নেয়া। হৈ চৈ ও ব্যতিব্যস্ততার ফলে বিপদ মোটেই সরে যাবে না; বরং এর দ্বারা ক্ষতি ও অনিষ্ট ঘটতে পারে। তাই ধৈর্যশীলদের জন্য আল্লাহ তাআলা নিয়ামত রেখেছেন, সে কথা স্মরণ করে চুপ থাকাই উত্তম।

ধৈর্য ধারণ করা সহজ করবার তদবীর : রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি বিপদে পতিত হয় (আর বিপদে ধৈর্য ধারণ করা মুশকিল হয়ে পড়ে)। সে যেন আমার প্রতি আপতিত বিপদাপদ স্মরণ করে। (ফলে তার বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হয়ে যাবে)

রোগ-শোক ও ধৈর্য ধারণ

আখিরাতের জীবনে আল্লাহ তাআলার আযাব ও গজব হতে যে ব্যক্তি বাঁচতে চায়, আল্লাহ তাআলার রহমত ও অনুগ্রহপ্রাপ্তির যে ব্যক্তি অন্তরে আশা পোষণ করে এবং যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে আগ্রহী-অনুরাগী, তার কর্তব্য হলো- দুনিয়ার লোভ-লালসা ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা হতে নিজেকে সংযত হবে, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক ও আপদ-বিপদে ধৈর্যধারণ করতে হ তাআলা বলেন: "আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের ভালোবাসেন।"

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন :

কোনো বান্দা মুসীবতে পতিত হওয়ার পর যদি একমাত্র আমারই উপর ভরসা করে এবং আমার প্রতি আনুগত্য সহকারে দৃঢ়পদ থাকে, তাহলে আমার কাছে প্রার্থনা করার পূর্বেই আমি তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করি। পক্ষান্তরে যদি সে আমাকে উপেক্ষা করে কোনো মাখলুকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে আমি তার জন্য আসমানের দরজা (সাহায্য) বন্ধ করে দিই।

অতএব, সত্যিকার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হলো- আপদ-বিপদে, দুঃখ-দৈন্যে ধৈর্যধারণ করা; এ ব্যাপারে কোনোরূপ অভিযোগ উত্থাপন না করা। তাহলেই দুনিয়া ও আখিরাতের কঠিন শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হবে। প্রাণিধানযোগ্য যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়-বুযুর্গানকে সর্বাধিক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।

বস্তুত ঈমানের প্রকৃত স্বাদ উপলব্ধি করতে হলে আপদে-বিপদে ধৈর্যধারণ করতে হবে; আল্লাহর প্রতি সর্বান্তকরণে সন্তুষ্টির পরিচয় দিতে হবে।

হযরত ইবনে আত্তাব (রহ) বলেন, তুমি যদি কোনো বান্দার অন্তকরণের সত্যাসত্য ও প্রকৃত অবস্থা যাচাই করতে চাও, তাহলে তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও দুঃখ-কষ্ট উভয় অবস্থার কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য কর। যদি সে কেবল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময়েই আল্লাহর শোকর আদায় করে, অথচ দুঃখ-কষ্টের সময় হা-হুতাশ করে, তাহলে বুঝতে হবে সে মিথ্যুক ও প্রতারক। বস্তুত কোনো ব্যক্তি যদি সমগ্র জ্বিন ও মানবের সাকুল্য জ্ঞানের অধিকারী হয়, অতঃপর কোনো দুর্ভোগে পতিত হওয়ার পর কোনোরূপ শেকায়াত বা অভিযোগ উত্থাপন করে, তাহলে এ কথা নিশ্চিত যে, তার সমস্ত ইলম ও জ্ঞানচর্চা সম্পূর্ণ বৃথা এবং সমগ্র আমল ও ইবাদত একেবারে নিষ্ফল। হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ পাক বলেন, "যে ব্যক্তি আমার নির্ধারিত তাকদীরের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং আমার দান ও নিয়ামতে অকৃতজ্ঞ, সে যেন আমাকে ছাড়া অন্য কোনো রব তালাশ করে নেয়।"

হযরত নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন : "যখন কোনো বান্দা অসুস্থ হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তার নিকট দুইজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, আমার এই বান্দা কি আমল করে, তা তোমরা লক্ষ্য কর। অসুস্থ বান্দা যদি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহলে ফেরেশতাগণ বান্দার এই গুণকীর্তন আল্লাহর দরবারে পেশ

করে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন : উক্ত বান্দার আমার উপর হক ও প্রাপ্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে; সুতরাং আমি যদি এই পীড়িতাবস্থায় তাকে মৃত্যু দান করি, তাহলে অবশ্যই তাকে জান্নাত দিবো। আর যদি রোগ হতে মুক্তি দান করি, তাহলে তার স্বাস্থ্য, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মাংসপেশী ও রক্ত প্রবাহ পূর্বের চাইতে আরও উন্নততর করে দিবো এবং সেই সঙ্গে তার সমুদয় গুনাহ মাফ করে দিবো।"

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে রোগাক্রান্ত করেন, তখন বাম কাঁধের ফেরেশতাদেরকে তার পাপরাশি লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করে দেন এবং ডান কাঁধের ফেরেশতাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, এই অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় যেসব ইবাদত ও নেক আমল করতে সক্ষম ছিল, তার আমলনামায় সেগুলোর সওয়াব লিপিবদ্ধ করতে থাক।'

রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে একটি রাত্র অতিবাহিত করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সদ্যপ্রসূত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ করে দিবেন। সুতরাং রোগাক্রান্ত হলেই রোগমুক্তির জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে যেও না।'

সবরের সওয়াব বারবার পাওয়া যায়

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন- অতীতে কষ্ট পেয়েছে- এমন কোনো কষ্টের কথা মনে করে যখন কোনো মুসলমান 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করে- তখন সে ঐ পরিমাণ সওয়াব লাভ করে যে পরিমাণ সওয়াব, সেক্ষেত্রে পাঠ করবার সময় লাভ করেছিল। (এভাবে যতবার একই কষ্টের কথা স্মরণ করে সবর করবে ততবারই সওয়াব পাবে।)

মোটকথা, পার্থিব জীবনে মানুষের উপর যত বালা-মুসীবত আপতিত হয়, তা সবই মানুষের গোনাহেরই ফসল। আল্লাহ পাক যদি দুনিয়াতেই গোনাহের শাস্তি দিয়ে দেন, তবে আখিরাতে আর শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। আর দুনিয়াতে যদি ক্ষমা করে দেন, তবে তার কৃপার দাবি ইহা নয় যে, পরকালে পুনরায় শাস্তি দেবেন। অপছন্দনীয় বিষয়ে ধৈর্যধারণের মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়
বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-কষ্টের মারেফাত

বান্দাকে বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করার মারেফাত

আল্লাহ তার বান্দাদেরকে বিভিন্ন বিপদাপদ এবং দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। এসব পরীক্ষা বিপদাপদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা খাঁটি-অখাঁটি এবং সৎ ও অসাধুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবেন। কেননা, খাঁটিদের সাথে কপট বিশ্বাসীদের মিশ্রণের ফলে মাঝে মাঝে বিরাট ক্ষতিসাধিত হয়ে যায়। আল্লাহর তাআলার উদ্দেশ্য সৎ, অসৎ এবং খাঁটি-অখাঁটি বান্দাদের পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা। একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তাআলার তো প্রত্যেক মানুষের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা তার জন্মের পূর্বেই জানা রয়েছে। তবুও পরীক্ষার মাধ্যমে জানার অর্থ এই যে, এই পার্থক্যের দলিল প্রমাণ রাখবেন এবং অপরাপর লোকদের কাছেও প্রকাশ করে দেবেন।

অধৈর্যশীলদের মধ্য থেকে ধৈর্যশীলদের পৃথক করা : ধৈর্যের মহাত্ম্য অনেক। আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের অত্যন্ত পছন্দ করেন। কিন্তু কে ধৈর্যশীল আর কে ধৈর্যশীল নয় তা একমাত্র বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষার মাধ্যমেই বুঝা যায়। যারা বিপদাপদ বা বালা-মুসীবতে পতিত হয়ে হা-হুতাশ করে না বা আল্লাহর নাশুকরি করে না এবং কোনো অভিযোগ উপস্থাপন করে না প্রকৃত পক্ষে তারাই প্রকৃত ধৈর্যশীল।

মুমিন বান্দার গুনাহ মার্জনা করা এবং সবরকারীদেরকে পুরস্কৃত করা : বান্দা যখন কোনো গুনাহ করে বসে এবং তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা বিপদাপদের মাধ্যমে তা মার্জনা করে থাকেন। অনেক সময় গুনাহ থেকে তওবা না করলে বা গুনাহের কাফফারা হিসেবে পুণ্য কাজের উপস্থিতি না থাকলে তখন আল্লাহ তাআলা বিপদাপদের মাধ্যমে তাদের গুনাহ মার্জনা করে থাকেন।

মুমিনের মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং প্রকৃত মুমিন এবং মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য করা : আল্লাহ তাআলা কখনো কোনো বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চাইলে তাকে বিপদাপদ দিয়ে যাচাই করে নেন। বান্দার পক্ষে ঐ মর্যাদা লাভ করা সম্ভব না হলে বা তার এমন কোনো মর্যাদাপূর্ণ কোনো আমলও যদি না থাকে তখন আল্লাহ তাআলা মেহেরবাণী করে তাকে বিপদাপদের মাধ্যমে এ মর্যাদায় উপনীত করে দেন। বিপদাপদের মাধ্যমে মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রচিত হয়। মুনাফিকেরা বিপদাপদে পতিত হলে হা-হুতাশ করে এবং অনেক সময় আল্লাহর নাশুকরিতে লিপ্ত হয়। এবং বিপদাপদকে দোষারোপ করতে থাকে। পক্ষান্তরে মুমিন ব্যক্তিরা বিপদাপদে পতিত হলে সবর করে এবং খারাপ কৃতকর্মের জন্য নিজেদেরকে তিরস্কার করতে থাকে এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হয়ে যায়।

দুনিয়াতে বিপদাপদের কষ্টের মাধ্যমে পরকালের কষ্টের ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া : পৃথিবীর বিপদাপদের তুলনায় পরকালের বিপদাপদের ভয়াবহতা অনেক। দুনিয়ার কষ্টের মাধ্যমে আখিরাতের শাস্তির ও শাস্তির তুলনা করা মানুষের জন্য সহজ হয়ে যায়।

মানুষ্য জীবনের বাস্তবতা প্রতিফলিত করা : মানুষের জীবন সবসময় সুখের নয়। দুঃখ-কষ্টের মর্ম কথা যেন সকলেই অনুধাবন করতে পারে এ জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর বিভিন্ন সময়ে বিপদাপদ ও বালা-মুসীবত দিয়ে থাকেন।

আল্লাহর করুণাকে স্মরণ করে দেওয়া : বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্টে পতিত হলে মানুষ সহজেই আল্লাহর করুনাকে উপলব্ধি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ মানুষ যখন অসুস্থ হয় তখন সুস্থ অবস্থার নিয়ামতের কথা স্মরণ হয়।

দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমানো : দুনিয়া যদি সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকত তাহলে মানুষ হয়তো ইহকালীন জীবনের জন্য বেশি ব্যস্ত থাকত। মাঝে মাঝে বিপদাপদে পতিত হলে মানুষের মনে আখিরাতের ভয় সৃষ্টি হয় এবং দুনিয়ার অসারতার প্রতি আসক্তি কমে।

জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার জন্ম দেয় : বিপদাপদ এবং দুঃখ-কষ্ট মানুষের জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করে। এবং নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে সমর্থ হয়।

বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত মুমিনের জন্য রহমতস্বরূপ

বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্ট শুধুমাত্র শাস্তি হিসেবেই আসে না; বরং মুমিন বান্দাদের জন্য পাপের প্রয়শ্চিত্ত করে আখিরাত গঠন করতে এবং আখিরাতের আযাব থেকে নিরাপদ রাখার জন্যও আসে। যেমন কাফেরদের নিয়ামত প্রপ্তি ঢিল দিয়ে হঠাৎ পাকড়াও করার জন্য হয়ে থাকে, তেমনি বিভিন্ন কষ্টের আগমন মুমিনদের জন্য রহমতের কারণ হয়ে থাকে। নিম্নে কতিপয় হাদীস পরিবেশিত হলো :

হযরত আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, মুসলমানের উপর যে কোনো দুঃখ-অবসাদ, ক্লান্তি, চিন্তা-ভাবনা, কষ্ট কিংবা অস্বস্তি উপস্থিত হয় এমন কি (যদি) একবার কাঁটাও বিঁধে যায়, তাহলে অবশ্যই এসবের বিনিময়ে আল্লাহ তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে দেন। [বুখারী ও মুসলিম]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন: আমার ইজ্জত ও পরাক্রমের কসম, যে বান্দাকে আমি ক্ষমা করতে চাই, তাকে দুনিয়া থেকে বের করে নেয়ার (অর্থাৎ মৃত্যুর) পূর্বে তার ঘাড়ে যে সমস্ত গুনাহের বোঝা রয়েছে সেগুলোকে তার দেহে রোগ সৃষ্টি করে এবং তার রিযিকে সংকীর্ণতা সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষমা করে দেই। [রাযীন]

হযরত আনাস (রা.) থেকেই বর্ণিত যে, রাসূল (সা.) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা যখন তার বান্দার প্রতি কল্যাণ করার ইচ্ছা করেন, তখন পৃথিবীতে তাকে আযাব দিয়ে দেন [যাতে করে এখানেই তার পাপ ক্ষমা হয়ে যায়]। আর আল্লাহ তাআলা যখন বান্দাকে অকল্যাণে লিপ্ত করতে চান, তখন তার পাপের দরুন যেসব বিপদ আসার থাকে, সেগুলোকে আটকে রাখেন। এমনটি কিয়ামতের দিন তার পাপসমূহের পুরোপুরি শাস্তি দেবেন। [তিরমিযী]

এসব হাদীস দ্বারা পরিষ্কার প্রতীয়মান হলো যে, বিপদ ছোট হোক কি বড় হোক মুমিনদের জন্য সেগুলোও নিয়ামতস্বরূপ। এমনিতে আল্লাহর কাছে তো সর্বদাই কল্যাণ প্রার্থনা করা প্রয়োজন, বিপদ কামনা করা উচিত নয়; কিন্তু যখন কোনো দৈহিক কিংবা আর্থিক অথবা বৈষয়িক কষ্ট এসে উপস্থিত হয়, তখন সওয়াব প্রাপ্তির দৃঢ় আশা এবং পাপের প্রায়শ্চিত্তের একান্ত বিশ্বাসসহ ধৈর্যের সাথে সহ্য করে নেয়া উচিত।

আল্লাহ তাআলা কত বিরাট দয়া ও করুণা যে, দুনিয়ার নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী জীবনে পাপের দরুন দুঃখ-কষ্ট দিয়ে নিজের মুমিন বান্দাদেরকে পাপ থেকে পূত-পবিত্র করে তুলে নেন এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে হায়াতে তায়্যেবাহ বানিয়ে দেন। যাকে মৃত্যুর পর কঠিন ঘাটিসমূহের বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেয়া হয়েছে এবং জান্নাতের নেয়ামতে ভূষিত করা হয়েছে, সে বড়ই সফল ব্যক্তি। মহান আল্লাহ তাআলা বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে মুমিন বান্দাদের জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্তের রীতি তৈরি করে আখিরাতের আযাব থেকে নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকর্তা ও মালিক, বিপদাপদের জন্য সওয়াব না দেয়ার এবং একে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না বানানোর এবং প্রত্যেক পাপের শাস্তিই আখিরাতে দেয়ার অধিকারও তার রয়েছে। কিন্তু তিনি একান্তই নিজের দয়া ও করুণায় আখিরাতের আযাবসমূহ থেকে বাঁচিয়ে রাখার পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা.) এরশাদ করেছেন, যখন বান্দাদের গুনাহ অনেক হয়ে যায় এবং প্রায়শ্চিত্ত করার মতো আমল থাকে না, তখন তাকে আল্লাহ তাআলা কোনো কষ্টে পতিত করে দেন, যাতে পাপসমূহের প্রায়শ্চিত হয়ে যায়। [আহমদ]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) এরশাদ করেছেন, মুমিনের দৃষ্টান্ত (যব ও গম) ফসলের মতো। বাতাস বরাবর খেতের ফসলকে নোয়াতে থাকে। (তেমনি) মুমিনের উপর সতত বিপদ আসতে থাকে। আর মুনাফেকের দৃষ্টান্ত হলো পাইন গাছের মতো (যা সোজা দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাসে) নুয়ে পড়ে না, কিন্তু একবার সমূলে উপড়ে দেয়া হয়। [বুখারী, মুসলিম]

একবার মহানবী (সা.) রোগশয্যায় শায়িত মহিলা সাহাবী উম্মে সায়েব-এর খবরাখবর নিতে উপস্থিত হলেন। মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কাঁপছ কেন?" বললেন, জ্বর হয়েছে; তার ধ্বংস হোক! হুজুর (সা.) বললেন, জ্বরকে মন্দ কলো না। কারণ তা মানুষের পাপকে এমনভাবে নিঃশেষ করে দেয়, যেমন আগুনের চুল্লি বা ভাটা লোহার মরিচাকে নিঃশেষ করে দেয়। [মুসলিম]

অন্য আরেক সাহাবীকে দেখতে গেলে (তাকে জ্বরে ভুগতে দেখে) বললেন, সুসংবাদ শোন! কারণ! আল্লাহ তাআলা বলেন, জ্বর হলো আমার আগুন, যা আমি দুনিয়াতে মুমিন বান্দাদের উপর চাপিয়ে দেই, যাতে আখিরাতের আগুনের বদলা হয়ে যায়। [আহমদ ও ইবনে মাজাহ]

একবার মহনবী (সা.) জিজ্ঞাস করা হলো, সবচাইতে বেশি বিপদ কার উপর আসে? উত্তরে রাসূল (সা.) বলেন, সবচাইতে বেশি বিপদ নবীগণের উপর আসে, তারপর (তাদের পরে) যে যে পরিমাণ (আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও নৈকট্যে) বড় মর্যাদার অধিকারী হয়, তাকে ধর্মীয় মর্যাদা অনুপাতে বিপদে লিপ্ত করা হয়। সুতরাং সে যদি নিজের ধর্মে কঠোর হয়, তবে (আরও বেশি) কঠিন করে দেয়া হয়। আর যদি নিজের ধর্মে দুর্বল হয়, তবে তার জন্য সহজ করে দেয়া হয়। সারকথা, এমনিভাবে কষ্ট সহ্য করতে করতে মাটির উপর এমন অবস্থায় বিচরণ করতে থাকে যে, (প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবার কারণে) তার একটি গুনাহও অবশিষ্ট থাকে না। (তিরমিযী)

হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে বড় সওয়াব বড় বিপদের সঙ্গে রয়েছে। আর এতেও সন্দেহ নেই যে, যখন আল্লাহ তাআলা কোনো সম্প্রদায়কে পছন্দ করে নেন, তখন তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। আর যে অসন্তুষ্টি হবে তার জন্য রয়েছে অসন্তুষ্টি। (মিশকাত)

বিপদাপদে আক্রান্ত হওয়া ঈমানের আলামত

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিনের উদাহরণ তৃণের মতো, বাতাস তাকে সর্বদা এদিক-ওদিক দোলায় এবং তার উপর সর্বদা মুসীবত পৌঁছে আর মুনাফিকের উদাহরণ হচ্ছে পিলু গাছের ন্যায় যা দোলায় না, যে পর্যন্ত না তাকে কেটে ফেলা হয়। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আমেরুর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বললেন, মুমিনের যখন রোগ হয়, অতঃপর আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন, এটা তার অতীতের গুনাহর জন্য কাফফারা এবং

ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষার বস্তু হয়; কিন্তু মুনাফিক যখন রোগাক্রান্ত হয়, অতঃপর তাকে আরোগ্য দান করা হয়; সে সেই উটের ন্যায় যাকে তার মালিক বেঁধেছিল অতঃপর ছেড়ে দিল। সে বুঝল না যে, কেন তাকে বেঁধেছিল এবং কেন তাকে ছেড়ে দিল। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলুল্লাহ রোগ আবার কি? আল্লাহর কসম, আমি তো কখনও রোগাক্রান্ত হইনি! রাসূল (সা.) বললেন, আমাদের নিকট থেকে উঠে যাও। কেনান তুমি আমাদেও অন্তর্ভুক্ত নও। (আবু দাউদ)

কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে বিপদগ্রস্তদের সওয়াব দেখে পৃথিবীতে সুখ-শান্তিভোগীরা নিজেদের জন্য আক্ষেপ করবে। হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, সুখ-শান্তিভোগী ব্যক্তিরা কিয়ামতের দিন যখন দেখবে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রচুর সওয়াব দেয়া হচ্ছে, তখন আক্ষেপ করবে- আহা! যদি তাদের চামড়া দুনিয়াতে কাচি দিয়ে কাটা হতো।[তিরমিযি]

নবীগণের এবং নেককারগণের পথ

হযরত ওহাব বিন মোনাব্বা (রহ.) বলেন, আমি কোন এক গ্রন্থে এই কথা লিখিত পেয়েছি যে, হে মানুষ! ঐদিন তোমাদের প্রতি সাংঘাতিক বিপদ আসতে থাকে, তা হলে খুশী হও, কারণ ইহা নবীগণের ও নেককারগণের পথ। তোমাকে এই পথে চালানো হচ্ছে। আর যদি তোমরা সুখ সম্পদের অধিকারী হও তা হলে ক্রন্দন করা উচিত। কেননা তোমাকে তাদের পথ থেকে হটানো হয়েছে।

নবী-রাসূল ও নেককার লোকদের বিপদাপদ

যুগে যুগে যত নবী-রাসূলগণের আগমন ঘটেছে তাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন কঠিন কঠিন বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছেন এবং ধৈর্যের নজীর সৃষ্টি করেছেন। হযরত আইয়ূব (আ.) কে কঠিন রোগ-ব্যাধি দিয়ে পরীক্ষা করেন। হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে প্রবিষ্ট হন। হযরত ইউসুফ (আ.) অন্ধ কূপে নিক্ষিপ্ত হন এবং দীর্ঘ দিন যাবত কারাভোগ করেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) অগ্নি কুক্ষে নিক্ষিপ্ত হন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কাবাসী ও তায়েফবাসীর দ্বারা অত্যাচারিত হন। সকলেই সার্বিক দুঃখ-কষ্ট ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করেন এবং আল্লাহর নিকট সম্মানিত হন। নবী-রাসূলগণের পর যারা সর্বাধিক আল্লাহ ভীরু তাদের উপরও বিপদের পরীক্ষা অবতীর্ণ হয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, তিনি একদা রাসূল (রা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা.) তখন জরাগ্রস্ত এবং তার গায়ে একখানা চাদর জড়ানো ছিল। তিনি নবী (সা.) এর পবিত্র দেহে হাত রাখলেন এবং উত্তাপ

অনুভব করলেন। তখন আবু সাঈদ (রা.) বললেন, আপনার শরীরে কী ভীষণ জ্বর ইয়া রাসূলাল্লাহ! জবাবে নবীজী (সা.) ইরশাদ করলেন, আমাদের এরূপই হয়ে থাকে। আমাদের উপর কঠিন বিপদাপদ দেখা দেয় এবং আমরা এর বদলে দ্বিগুন সওয়াব লাভ করে থাকি। তখন আবু সাঈদ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন শ্রেণির মানুষের উপর সর্বাধিক বিপদাপদ এসে থাকে? ইরশাদ করলেন, নবী-রাসূলগণের উপর। তারপর সালিহীন বা পুণ্যবানদের উপর। তাদের কেউ দারিদ্র্যের অগ্নিপরীক্ষায় পতিত হয়েছেন। এমনকি এক জুব্বা ছাড়া পরিধানের মত কোনো বস্ত্র তাদের ছিল না। অগত্যা তাই লুঙ্গি বানিয়ে পরিধান করেন। কারো শরীরে উকুন দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, এই উকুনগুলোই শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে ফেলে, নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যকার কেউ পুরস্কার লাভে যত খুশি হয় তাদের মধ্যকার কেউ বিপদ-আপদে ততোধিক খুশি হতেন। [আল আদাবুল মুফরাদ : ৫১২]

সংসারের প্রত্যেক কষ্ট ও সুখ পরীক্ষাস্বরূপ

আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিপদাপদ ও সুখ উভয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন। এ পৃথিবীতে এই উভয় প্রকার বিষয় মানুষের পরীক্ষার জন্যে সামনে আসে। স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়ে (অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট) সবর করে তার হক আদায় করতে হবে এবং কাম্য বিষয়ে শোকর করে তার হক আদায় করতে হবে। পরীক্ষা এই যে, কে এতে দৃঢ়পদ থাকে এবং কে থাকে না, তা যাচাই করা।

বুযুর্গগণ বলেন : বিপদাপদে সবর করার তুলনায় বিলাস-ব্যসনে ও আরাম-আয়েশে আল্লাহর প্রতি হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকা অধিক কঠিন।

সহীহ হাদীসসমূহে রাসূল (সা.) এর এই বাণী বিদ্যমান রয়েছে যে, দুনিয়া মুমিনের জেলখানা এবং কাফেরের জান্নত। কাফেরকে তার সৎ কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই ধন-সম্পদ ও স্বাস্থ্যের আকারে দান করা হয়। মুমিনের কর্মসমূহের প্রতিদান পরকালের জন্যে সংরক্ষিত রাখা হয়। আরও বলা হয়েছে, দুনিয়াতে মুমিনের দৃষ্টান্ত একটি নাজুক শাখাবিশেষ, যাকে বাতাস কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে নিয়ে যায়। আবর কোনো সময় সোজা করে দেয়। এমতাবস্থায়ই সে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়। দুনিয়াতে সাধারণভাবে প্রত্যক্ষও করা হয় যে, মুমিন-মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে এবং কাফেররা বিলাসিতায় মগ্ন থাকে।

রোগীর রোগ-যাতনা তার গুনাহের কাফফারা স্বরূপ

বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দার গুনাহকে মিটিয়ে দেন। যার প্রমাণ বিভিন্ন হাদীসে বিদ্যমান।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, মুসলিম বান্দার উপর রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট, দুর্ভাবনা যাই আসুক না কেন, এমনটি একটি কাঁটাও যদি তার গায়ে বিঁধে তবে তা দ্বারা আল্লাহ তাআলা তার গুনাহসমূহের কাফফারা করে থাকেন। **[আল আদাবুল মুফরাদ ৪৯৪)**

হযরত আবু সালমা ও হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, মুমিন পুরুষ ও নারীর জান ও মাল এবং পরিবার পরিজনের উপর বালা-মুসিবত লেগেই থাকে, অতঃপর সে আল্লাহ তাআলার সন্নিধানে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, তার আর কোনো গুনাহ বাকি থাকে না। **[আল আদাবুল মুফরাদ ৪৯৬)**

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, যখন কোনো মুমিন ব্যক্তি অসুস্থ হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে গুনাহরাশি হতে এমনভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফেলেন যেমন লোহার জংকে কামারের হাপর পরিষ্কার করে দেয়।

আমি তোমাদের কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। আর সুসংবাদ শুনিয়ে দিন এমন ধৈর্যশীলদেরকে, যখন তাদের উপর মুসীবত আসে তখন তারা বলে, আমরা তো আল্লাহরই আয়ত্তে, আর আমরা সকলে আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের প্রতি বর্ষিত হবে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণাসমূহ, এবং সাধারণ করুণাও। আর এরাই এমন লোক যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে। **(সূরা বাকারা ১৫৫-১৫৭)**

বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ও তার ফযীলত

	বিষয়	ফযীলত
১	সন্তান হারানোর ফযীলত	হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহ পাক বলেন, আমার মুমিন বান্দা যখন আমি তার দুনিয়ার কোন প্রিয়ভাজনকে উঠিয়ে নেই আর সে (এই আঘাত পেয়ে সবর করে ও প্রতিদানে) সওয়াবের আশা রাখে তার জন্য আমার নিকট জান্নাত ব্যতীত কোনো পুরস্কার নেই। **[বুখারী]**

২	রোগ যাতনা	রাসূল (সা.) বলেছেন, মুসলিম বান্দার উপর রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট, দুর্ভাবনা যাই আসুক না কেন, এমনকি একটি কাঁটাও যদি তার গায়ে বিঁধে তবে তা দ্বারা আল্লাহ তাআলা তার গুনাহসমূহের কাফফারা করে থাকেন।
৩	জ্বরের ফযীলত	হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আমার নিকট জ্বরের চেয়ে প্রিয়তর আর কোনো রোগ নেই। কেননা, এটা আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রবেশ করে। আর আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তার প্রাপ্য সওয়াব প্রদান করে থাকেন।
৪	কাঁটা বাঁধার ফযীলত	রাসূল (সা.) প্রায়ই বলতেন, মুমিন বান্দার গায়ে কোনো কাঁটা বিঁধা হতে শুরু করে ছোট বড় যত বিপদই আপতিত হয় তাতে তার গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়।
৫	মহামারী ও প্লেগে নিহত	নবীজী (সা.) বলেছেন, মহামারী প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শাহাদাত স্বরূপ। [বুখারী, মুসলিম]
৬	পেটের পীড়ার ফযীলত	নবীজী (সা.) বলেছেন, যাকে তার পেটের পীড়া হত্যা করেছে, তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হবে না। [মুসনাদে আহমদ]
৭	মৃগী রোগের ফযীলত	মৃগী রোগে আক্রান্ত রোগী সবর করলে জান্নাত প্রাপ্ত হবে।
৮	চক্ষু রোগের ফযীলত	হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি নবী করীম (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয় বস্তু দুটির পরীক্ষায় লিপ্ত করেছি, আর তাতেও সে ধৈর্যধারণ করেছে, বিনিময়ে (আজ) আমি তাকে বেহেশত প্রদান করলাম।

বিপদগ্রস্ত অবস্থার জন্য সুসংবাদ

যে ব্যক্তি বিভিন্ন রকম দুশ্চিন্তা এবং নানাবিধ রোগ-শোকে জর্জরিত এবং এসব সত্ত্বেও আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক বহাল আছে এবং সে দোয়ার মাধ্যমে তার দুশ্চিন্তা ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। এরূপ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ এবং আশার বাণী এই যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় মহাব্বত এবং অনুগ্রহেই এই দুঃখ কষ্ট প্রদান করেছেন। এই দুঃখ-কষ্ট বা দুশ্চিন্তা তার অসন্তুষ্টির ফল নয়।

পার্থিব বিপদের সওয়াব সম্পর্কে হাদীস ও মহাপুরুষগণের বাণী

পার্থিব জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসীবত আপাত দৃষ্টিতে কষ্টকর মনে হলেও পরকালে ইহার অসিলায় অফুরন্ত বিনিময় পাওয়া যাবে। সুতরাং পার্থিব জীবনের দুঃখ-কষ্টকে কোনো অবস্থাতেই অকল্যাণকর মনে করা উচিত নয়। হাদীসে বর্ণিত আছে-

"আল্লাহ পাক যার কল্যাণ করতে চান, তার উপর বালা-মুসীবত দেন।"

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে, "আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আমি আমার বান্দার উপর দৈহিক, আর্থিক কিংবা সন্তান-সন্ততির উপর মুসীবত নাজিল করি। বান্দা যদি সেই মুসীবতের উপর উত্তমরূপে সবর করে, তবে কিয়ামতের দিন তার আমলনামা পরিমাপ করার জন্য দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করতে কিংবা তার আমলনামা খুলতে আমি লজ্জাবোধ করব।"

অন্য এক হাদীসে আছে, "বান্দার উপর কোনো মুসীবত পতিত হওয়ার পর সে যদি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' পাঠ করবার পর এই দোয়া পড়ে- **'আল্লাহুম্মা আযিরনী ফি মুসীবাতী ওয়াকীনী খাইরাম মীন হা'** (অর্থাৎ, আয় আল্লাহ! আমাকে আমার মুসীবতের প্রতিদান দান করুন এবং তার পশ্চাতে আমাকে ইহা অপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করুন) তবে আল্লাহ পাক তাই করবেন।

একদা এক ব্যক্তি রসূল (সা.) কে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং আমার শরীর অসুস্থ। জবাবে তিনি ইরশাদ করলেন, যেই ব্যক্তির সম্পদ বিনষ্ট হয় না এবং অসুস্থ হয় না, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

আল্লাহ পাক যেই ব্যক্তিকে মহব্বত করেন তাকে বিপদে লিপ্ত করেন। আর যখন বিপদে লিপ্ত করেন তখন সবর করার শক্তি দান করেন।

রাসূল (সা.) বলেছেন, মানুষের উপর এমন একটি যুগ আসবে যখন দ্বীনদারের জন্যে দ্বীনের উপর টিকে থাকে জ্বলন্ত আগুন হাতে রাখার মতো কঠিন হবে। [তিরমিযী, মেশকাত]

রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, এমন সব জিনিস জান্নাতকে পরিবেষ্টন করে আছে, যা মানুষের অপছন্দনীয়, কষ্টকর। আর জাহান্নামকে ঘিরে আছে এমন সব জিনিস যা আকর্ষণীয়। মিশকাত

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- "মানুষের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট মর্তবার একটি স্তর থাকে। মানুষ নিজের আমল দ্বারা ঐ মর্তবায় পৌঁছতে পারে না। এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দেহে কোনো কষ্ট ও মুসীবত নাজিল করেন এবং ইহার (সবর করার) কারণে সে ঐ মর্তবা প্রাপ্ত হয়।"

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক যখন তার কোনো বান্দার কল্যাণ কামনা করেন এবং তাকে প্রিয় করে নিতে চান তখন তার উপর বৃষ্টির মতো মুসীবত বর্ষণ করেন। এই সময় বান্দা যখন আল্লাহকে ডাকে, তখন ফেরেশতাগণ বলে, এই আওয়াজ তো পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। অতঃপর বান্দা যখন পুনরায় 'ইয়া রব' বলে আল্লাহকে ডাকে, তখন আল্লাহ পাক বান্দার ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, হে আমার বান্দা! তুমি কি বলতে চাচ্ছো, বলো। আমি হাজির আছি। তুমি আমার নিকট যা চাবে, তোমাকে প্রদান করব। দুনিয়াতে তোমার নিকট হতে যদি কোনো উত্তম বস্তু পৃথক করে দেই তবে তোমার জন্য উহা অপেক্ষা উত্তম বস্তু আমার নিকট রেখে দিই। কেয়ামতের দিন যখন আমলকারীগণ হাজির হবে, তখন তাদের নামাজ, রোজা, দান, হজ্ব ইত্যাদি আমলসমূহ দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হবে এবং পরিপূর্ণ সওয়াব প্রদান করা হবে। কিন্তু যখন মুসীবতগ্রস্ত ও বিপদওয়ালাগণ হাজির হবে, তখন তাদের জন্য দাঁড়িপাল্লা প্রস্তুত করা হবে না এবং তাদের আমলনামাও খোলা হবে না। তাদেরকে এমনভাবে সওয়াব প্রদান করা হবে, যেমন তাদের উপর মুসীবত বর্ষণ করা হয়েছি। এই সময় পার্থিব জীবনে যারা বালা-মুসীবত ও বিপদাপদমুক্ত ছিল তারা এই দৃশ্য দেখে বলবে, হায়! দুনিয়াতে যদি কাঁচি দিয়ে আমাদেরকে কাটা হতো এবং আমরাও বিপদগ্রস্তদেও মতো সওয়াব প্রাপ্ত হতাম, তবে কতই না ভালো হতো।

একদা হযরত আলী (রা.) উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমাদেরকে পবিত্র কোরআনের এমন একটি আয়াতের সন্ধান দিচ্ছি যা সকল আয়াত অপেক্ষা অধিক আশাব্যঞ্জক। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন-

"তোমাদের উপর যেই সকল বিপদাপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন।" (সূরা শুরা-৩০)

পঞ্চম অধ্যায়
বিপদাপদে করণীয়, বর্জনীয় ও শিক্ষণীয়

বিপদাপদে কর্মপন্থা/ করণীয়

আল্লাহ তাআলা বান্দার ঈমানী শক্তি যাচাই, মর্যাদা বৃদ্ধি, গুনাহ মাফ এবং সতর্ক সংকেত হিসেবে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে থাকেন, কিন্তু একজন মুমিন বিপদগ্রস্ত হলেই হায় হুতাশ করবে না। বরং বিপদাপদে ধৈর্য ধারণের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে সবর করবে। কিন্তু এটি বড়ই কঠিন ব্যাপার। দুর্বল ঈমানের অধিকারীদের জন্য কঠিন পরিস্থিতিতে সবর করা অতি সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের সময় চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক।

সবর : বিপদাপদের সম্মুখীন হলে জবানকে অহেতুক অভিযোগ থেকে বিরত রাখা।

ইহতিসাব : আল্লাহর পুরস্কার ও ক্ষমার প্রতি মনোযোগী হওয়া।

ইজতিজরা : আল্লাহর মহত্ত্ব ও কর্তৃত্বকে মেনে নেয়া এবং তার ফয়সালাতে রাজি থাকা।

শাকাওয়াত : আল্লাহর নিকট নিজের অসহায়ত্ব ও কষ্টের কথা পেশ করা এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দোয়া করা।

বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টের সময় নিম্নবর্ণিত কর্মপন্থা অবলম্বন করলে বিপদ আপদের কষ্ট সহজে সয়ে নেওয়া সম্ভব।

ক. মনস্তাত্ত্বি বা আত্মিক		খ. আমলিয়াত
ধৈর্যধারণের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত ও নাজাত পাওয়ার আশা রাখা।	১	এশরাক ও চাশ্‌ত নামায আদায় করা
বিপদকালে প্রথমত নিজের গুনাহসমূহ স্মরণ করতে হবে যাতে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে। এতে পেরেশানী কম হয়।	২	ইস্তেগফার করা
আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা	৩	কোরআন তেলাওয়াত করা
নিজের থেকে যারা আরো বেশি বিপদগ্রস্ত তাদের অবস্থা সামনে রাখা। এবং চিন্তা করতে হবে যে, অনেক লোকের বিপদের তুলনায় আমার বিপদ অনেক কম।	৪	দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়ে আপত্তি-অভিযোগ না করা এবং বাহাদুরীও প্রকাশ না করা, বরং আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে ফরিয়াদ

		করতে হবে যে, হে আল্লাহ! আমার এই দুঃখ-মুসীবত দূর করে দাও।
বিপদের সময় এ কথাও চিন্তা করতে হবে যে, যতটুকু বিপদ এসেছে এর চেয়েও বেশি বিপদ আসতে পারত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে সে কঠিন বিপদ থেকে হিফাজত করেছেন।	৫	বিপদ ও কষ্টের সময় মুখকে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' এর ওযীফায় নিয়োজিত রাখা।
প্রত্যেক বিপদের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা কী পুরস্কার ও সওয়াব প্রদান করবেন তা স্মরণ করা এবং সেই সাওয়াব অর্জনের ইয়াকীন রাখা, আর এর দ্বারা সান্ত্বনা লাভ করা।	৬	দান-সাদাকাহ করা ও ভূ-বাসীদের প্রতি ইহসান করা
সংশ্লিষ্ট বিপদের ফযীলত স্মরণ করে পূর্ণরূপে সবর ও ধৈর্য অবলম্বন করা এবং সওয়াবের আশা রাখা।	৭	সর্বদা যে কোনো ধরনের বিপদাপদ থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাওয়া।
বিপদকালে ধারণা করতে হবে যে, এই মুহূর্তে পার্থিব কল্যাণ উপলব্ধি করতে না পারলেও প্রত্যেক বিপদের জন্য দুনিয়াতে ও আখিরাতে নিশ্চিত উত্তম বিনিময় পাওয়া যাবে।	৮	যে সকল বিপদ-আপদ আসবে সে সকল ব্যাপারে অসঙ্গত ও অনর্থক বা ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা থেকে নিজেকে সংযত রাখা।
সর্বদা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব ও মূল্যহীনতার কথা চিন্তা করা।	৯	পরহেযগারী ও তাওয়াক্কুল অবলম্বন

বিপদাপদ ও যাবতীয় সংকটের প্রতিকার

ক. ধৈর্য ও নামাজ যবতীয় সংকটের প্রতিকার : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, "ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর" এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্ত সংকটের নিশ্চিত প্রতিকার দু'টি বিষয়ের মধ্যেই নিহিত। একটি 'সবর' বা ধৈর্য এবং অন্যটি

'নামায'। মানবজাতির যে কোনো সংকট বা সমস্যার নিশ্চিত প্রতিকারই ধৈর্য ও নামায। যে কোনো প্রয়োজনেই এ দু'টি বিষয়ের দ্বারা মানুষ সাহায্য লাভ করতে পারে।

ইহতেসাবের সাথে ধৈর্য ধারণ : ইহতেসাবের সাথে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। ইহতেসাব হলো, "আল্লাহর জন্য ও তার থেকে প্রতিদান পাওয়ার আশা ও বিশ্বাস ধারণ করা। সকল প্রকার ইবাদত-বন্দেগী ও সৎকর্মে ইহতেসাব অবলম্বন করা উচিত। ধৈর্যেও ক্ষেতে ইহতেসাবের মর্ম হলো, আমি যে এ বিপদে ধৈর্য ধারণ করছি, এটা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই করছি এবং এর প্রতিদান আমি তার কাছেই আশা করছি। এ সংকল্প ধারণ করা হলো, ধৈর্যের ক্ষেত্রে ইহতেসাব। বিপদক্রান্ত হয়ে সবর অবলম্বন করা এবং আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা অত্যন্ত জরুরি। তবে সেটা হতে হবে বিপদের প্রথম প্রহরে। কারণ শেষ পর্যন্ত সকলেই ধৈর্য ধরতে বাধ্য হয়, কিন্তু তখন সেই ধৈর্যের আর কিইবা মূল্য থাকে? তবে সবর ও সন্তুষ্টি আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবতের মাধ্যমেই হাসিল হয়।

খ. বিপদে 'ইন্নালিল্লাহ' পাঠ করা : কুরআনে ইরশাদ হয়েছে যে, "তারা বিপদের সম্মুখীন হলে- 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করে। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, কেউ বিপদে পড়লে যেন এ দোয়াটি পাঠ করে। কেননা, এরূপ বলাতে একাধারে যেমন অসীম সওয়াব পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি যদি অর্থের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখে পাঠ করা হয়, তবে বিপদে আন্তরিক শান্তিলাভ এবং তা থেকে উত্তরণও সহজতর হয়ে যায়।

বিপদাপদ থেকে কতিপয় শিক্ষা

পার্থিব বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট পরীক্ষাস্বরূপ। কিন্তু এ ছাড়াও বান্দাকে খারাপ পথ থেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য বিপদাপদ দিয়ে সতর্ক করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিপদাপদে পতিত হয়ে শুধুমাত্র ধৈর্য ধারণই যথেষ্ট হবে না বরং গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে যে কোনো অপরাধের কারণে আমার উপর বিপদাপদ পতিত হলো। কারণ আমাদের উপর যে বিপদ-মুসীবতই আসুক না কেন তা আমাদেরই কৃতকর্মের কারণে আসে। এ ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎই সেই সকল ত্রুটি থেকে নিজেকে সংশোধিত ও পরিমার্জিত করে নিতে হবে। মানুষ যদি এই সতর্ক সংকেতের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বা তা আমলে না নেয় তবে আল্লাহ তাআলার শাস্তি/লানত আরো কঠিনভাবে আপতিত হতে পারে।

সুতরাং আমরা অবশ্যই আল্লাহর এই সতর্ক সংকেত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অনুধাবনপূর্বক অতিসত্বর (আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য শাস্তি আগমনের পূর্বেই) অনুতপ্ত হয়ে তওবা-এস্তেগফার করব এবং গোনাহের কাজ (যা আমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারে) থেকে নিবৃত্ত থাকার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব।

অভাব অনটন/ বিপদাপদ সত্ত্বেও খুশি হওয়া : একদা হযরত ফাতাহ মুসলী (রহ.) এর পরিবার পরিজন খুব অভাব অনটনে পড়েছিলেন। তখন তিনি আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করতে শুরু করলেন- হে আল্লাহ! যদি আমি জানতে পারতাম যে, আমার কোনো আমলেন ফলে অভাব অনটনের এই নিয়ামত অর্জিত হয়েছে- তাহলে আমি ঐ আমলটি আরো অধিক করতাম।

ব্যাখ্যা ঃ তবে এর অর্থ এই নয় যে, অভাব অনটনের জন্য দোয়া করা ঠিক হবে। বরং সর্বদা সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দোয়া করা উচিত। একদা রাসূল (সা.) দেখতে পরলেন যে, এক ব্যক্তি সবরের জন্য দোয়া করতেছে। তখন রাসূল তাকে বললেন, তুমি তো আল্লাহর কাছে বিপদাপদের প্রার্থনা করতেছ। কেননা সবর করা তখনই প্রয়োজন হয় যখন কোনো বিপদ আসে। আল্লাহর কাছে সুখ স্বাচ্ছন্দ প্রার্থনা কর। তবে যদি আল্লাহর পক্ষ হতে কোনোরূপ অভাব অনটন আসে বা কোনো প্রকার রোগ শোক দ্বারা আক্রান্ত হও; তা হলেও অস্থিরও হবে না এবং আপত্তি উত্থাপন করবে না, বরং এই আশায় খুশি থাকবে যে এর বিনিময়ে আল্লাহ পাক গোনাহ মাফ করবেন এবং আখিরাতের নিয়ামত দান করবেন।

বিপদাপদের অবস্থায় হতবুদ্ধি না হওয়া : বিপদাপদ বা দুঃখ-কষ্ট যত কঠিনই হোক না কেন তাতে হতবিহ্বল হওয় উচিত নয়। বরং বিপদাপদে ধৈর্যধারণের মারেফাতের প্রতি মনোনিবেশ করা এবং তা থেকে শিক্ষা নেয়াই প্রকৃত আল্লাহপ্রেমীর আচরণ।

বিপদাপদ খারাপ বলে ধারণা না করা : এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ধনসম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আর আমিও অসুস্থ হয়ে পড়েছি।

প্রত্যেক কষ্টই নিয়ামত : মুমিন বান্দার উচিত প্রত্যেক দুঃখ-কষ্টকেই নিয়ামত হিসেবে মনে করা। রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহ পাক যে বান্দার মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন- দুনিয়াতেই তার গোনাহের শাস্তি দিয়ে দেন।

বিপদ-আপদে ক্রন্দন করা বা দুঃখিত হওয়া : বিপদে পতিত হয়ে ক্রন্দন করলে বা দুঃখিত হলে সবরের সওয়াব নষ্ট হয় না। কিন্তু শোকে অধীর হয়ে পরিধানের বস্ত্র ছিন্ন করলে, চিৎকার করে রোদন করলে এবং অতিমাত্রায় অভিযোগ করলে সওয়াব নষ্ট হয়ে যায়। রাসূল (সা.) এর পুত্র হযরত ইবরাহীম (রা.) ইন্তিকাল করলে হযরত (সা.)কে কাঁদিতে দেখে সাহাবাগণ (রা.) নিবেদন করলেন- "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি ত রোদন করতে নিষেধ করেছেন।" হযরত (সা.) বললেন- "এই ক্রন্দন স্নেহের নির্দশন। স্নেহশীল ব্যক্তির প্রতিই আল্লাহ দয়া করে থাকেন।"

বুযুর্গগণ বলেন- " কারো উপর বিপদ-আপদ পঠিত হলে শোকের কারণে তার বাহ্য আকৃতিতে যদি কোনো পরিবর্তন না ঘটে, তবে এমন সবরকে সবরুন জমীল (সর্বাঙ্গসুন্দর সবর) বলে।"

নিজের মন্দ আমলের খেসারত মনে করা : আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা গ্রহণ, মর্যাদা বৃদ্ধি, গুনাহ মাফ এবং সতর্ক সংকেত হিসেবে বিপদাপদ দিয়ে থাকেন, কিন্তু একজন মুমিন বিপদগ্রস্ত হলে সর্বপ্রথম সে এটাকে নিজের মন্দ আমলের প্রতিক্রিয়া মনে করবে এবং ধারণা করবে যে, সতর্ক করে দেয়ার জন্যই তাকে বিপদে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর উপকারিতা হলো, এতে সে ভীত-কম্পিত হয়ে পূর্বকৃত আমলের হিসাব-নিকাশ শুরু করবে এবং ভুল-ভ্রান্তিগুলো চিহ্নিত করবে অতঃপর তাওবা-ইস্তিগফার করে আমল সংশোধনের ফিকির করবে। পক্ষান্তরে যদি সে এটাকে সতর্ক সংকেত মনে না করে প্রথমেই মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ মনে করে বসে- তাহলে সে নিজের প্রতি সুধারণাবশত আমল সংশোধনে মনোযোগী হবে না। ফলে অবশেষে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, হয়তো বিপদ এসেছিলো তাকে সতর্ক করতে কিন্তু সে রয়ে গেল আগের মতোই নিচেষ্ট ও উদাসীন। তবে আমল সংশোধন করে নেয়ার পর বিপদাপদকে গুনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ মনে করাতে কোনো সমস্যা নেই বরং আরো ভালো। কেননা, এতে মনোবল দৃঢ় থাকে, হতাশা দূরীভূত হয় এবং সওয়াবের নিয়ত থাকাতে অতিরিক্ত সওয়াবও পাওয়া যায়।

পার্থিব বিপদে শোকর ও পারলৌকিক সওয়াবের প্রত্যাশা

পার্থিব জীবনে কোনো বিপদ উপস্থিত হলে তখন এই বলে শোকর আদায় করা উচিত যে, আল্লাহ পাক আমার দ্বীন-ঈমান হিফাজত করতেছেন। পার্থিব বিপদ

ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আখিরাতের বিপদের কোনো অন্ত নেই। আল্লাহ তাআলা আমাকে পরকালের স্থায়ী বিপদ হতে রক্ষা করছেন বলে আমি তার শোকর আদায় করতেছি।

এক ব্যক্তি হযরত সহল তশতরী (রহ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, আমার ঘরে চোর ঢুকে আমার সর্বস্ব হরণ করে নিয়ে গেছে। হযরত সহল বললেন, শয়তান যদি তোমার অন্তরে প্রবেশ করে তোমার ঈমানরূপ সম্পদ হরণ করে নিয়ে যেত, তবে তোমার কি দশা হতো?

সুতরাং তোমার ক্ষণস্থায়ী জীবনের কিছু উপকরণ হরণ হলেও ঈমানরূপ অমূল্য সম্পদ যে রক্ষা পেয়েছে, এই কারণে তোমার শোকর করা উচিত।

হযরত ঈসা (আ.) এরূপ দোয়া করতেন, ইলাহী! আমার কোনো মুসীবত যেন আমার দ্বীনের উপর আপতিত না হয়।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, আমার উপর যত মুসীবতই এসেছে, ঐ মুসীবত দ্বারা আল্লাহ পাক আমাকে চারটি পুরস্কারও দান করেছেন। যেমন-

১. সেই মুসীবত দ্বারা দ্বীন আক্রান্ত হয়নি।

২. ইহা নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত হয়নি।

৩. ঐ মুসীবতের উপর রাজি থাকা হতে বঞ্চিত করা হয়নি।

৪. আপতিত মুসীবতের উপর সওয়াবের প্রত্যাশা করার তৌফিক দেয়া হয়েছে।

মুসীবত কামনা করা প্রসঙ্গে

বিভিন্ন বালা-মুসীবত ও বিপদাপদের ফযীলত সংক্রান্ত উপরের বর্ণনা পাঠে হয়তো কারো মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, উপস্থাপিত আলোচনা দ্বারা মনে হচ্ছে পার্থিব জীবনে নিয়ামত অপেক্ষা মুসীবতই উত্তম। সুতরাং মুসীবত প্রার্থনা করা জায়েয এবং এখন সকলেরই কর্তব্য, আল্লাহ পাকের নিকট মুসীবত প্রার্থনা করা। এই ধারণার জবাবে, আমি বলবো যে, মুসীবত কামনা করা জায়েয হওয়ার সঙ্গত কোনো কারণ নেই। বরং মুসীবত হতে পানাহ চাওয়াই শরীয়তসিদ্ধ। হাদীস শরীফে আছে, রাসূল (সা.) দুনিয়া ও আখিরাতের মুসীবত হতে পানাহ চাইতেন। অন্যান্য পয়গাম্বরগণের প্রার্থনাও এরূপ ছিল- "হে পরওয়ারদিগার! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর।"

সুতরাং আমাদের কর্তব্য, পার্থিব জীবনে আল্লাহ তাআলার নিকট পূর্ণাঙ্গ নিয়ামতের জন্য দোয়া করা এবং বালা-মুসীবত হতে রেহাই পাওয়ার জন্যও দোয়া করতে থাকা। সেই সঙ্গে এই দোয়া করতে হবে, যেন তিনি অনুগ্রহ করে নিয়ামতের শোকরের মধ্যেই পারলৌকিক সওয়াব প্রদান করেন। কেননা, সবরের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা যা দান করবেন, ইচ্ছা করলে তিনি শোকরের বিনিময়েও তা দান করতে পারেন।

বালা-মুসীবতের বিভিন্ন ফযীলতের কারণে এটা মনে হতে পারে যে, আমাদের উপর বালা-মুসীবত আপতিত হোক এবং আমরা তা সহ্য করব প্রতিদানের আশায় এবং পরকালের কঠিন শাস্তি এই বিপদাপদের মাধ্যমেই শোধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে বিপদাপদ কামনা করাকে আল্লাহ তাআলা ও রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন।

চার প্রকারের মোকাবেলায় অপর চার প্রকার

কিয়ামতের দিনে আল্লাহ পাক চার প্রকার লোককে অপর চার প্রকার লোকের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে হাজির করবেন।

১) সম্পদশালীদের মোকাবেলায় হযরত সুলায়মান (আ.) কে উপস্থিত করা হবে। কোনো সম্পদশালী যখন ওযর পেশ করতে থাকবে যে, দুনিয়াতে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যস্ততার কারণে সে আল্লাহ পাকের ইবাদত করার সুযোগ পায়নি। তখন তাকে বলা হবে (তুমি মিথ্যুক)। সুলাইমান (আ.) তোমার অপেক্ষা অধিক সম্পদশালী ছিলেন। কিন্তু তার সম্পদ এবং শাসন কার্যের দায়িত্ব তাকে আমার ইবাদত থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

২) দাসদের মোকাবেলায় হযরত ইউসুফ (আ.) কে উপস্থিত করা হবে। দাস বলবে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে দুনিয়াতে যার দাস বানিয়েছিলেন, তার দাস হিসেবে থাকার কারণে আমি আপনার ইবাদত করবার সুযোগ পায়নি। তাকে বলা হবে- তুমি মিথ্যা বলতেছ। যদি দাসত্ব ইবাদতের পথে প্রতিবন্ধক হয়? তা হলে ইউসুফ (আ.) ও তো মিসরে দাস অবস্থায় ছিলেন। তার দাসত্ব কেন আমার ইবাদতের পথে প্রতিবন্ধক হয়নি।

৩) দরিদ্রদের মোকাবেলায় হযরত ঈসা (আ.) কে উপস্থিত করা হবে। দরিদ্র ব্যক্তি বলবে- হে আল্লাহ! আমি কীভাবে আপনার ইবাদত করব, আপনি তো আমাকে দরিদ্র বানিয়েছেন। এই দরিদ্রতা না আমাকে দুনিয়াতে কিছু করিতে

দিল- না আখিরাতের জন্য কিছু করতে পারলাম। তাকে বলা হবে যে তোমার ওযর বাতিল। তুমি কি আমার বান্দা ঈসা (আ.) অপেক্ষাও অধিক দরিদ্র ছিলে? তিনি দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে আমার ইবাদত করেছিলেন?

৪) অধৈর্যশীল অসুস্থ ও রুগ্ন ব্যক্তিদের মোকাবেলায় হযরত আইয়ুব (আ.) কে উপস্থিত করা হবে। রুগ্ন ব্যক্তি বলবে- হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এতগুলি রোগে জড়িয়ে দিয়েছিলেন যে, আমি কিছুই করতে পারিনি। তাকে বলা হবে তুমি মিথ্যুক। আইয়ুব (আ.)-এর দিকে দেখ, তোমার রোগগুলো কি তার রোগ অপেক্ষাও অধিক মারাত্মক ছিল? তিনি তো অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেও আমার ইবাদত করতেন। যদি ইবাদত করবার জন্য তোমার ইচ্ছা থাকত তা হলে তোমার জন্যও কোনো মুশকিল ব্যাপার ছিল না। অতঃপর সকলেই চুপ হয়ে যাবে।

কতগুলো শিক্ষণীয় বাস্তব ঘটনা

হযরত আইয়ূব (আ.)-এর ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

আল্লাহ তাআলা আইয়্যুব (আ.) কে অগাধ ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নকর দান করেছিলেন। তিনি অকাতরে এসকল ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন এবং সর্বক্ষণ ইবাদতে মশগুল থাকতেন। এরপর তাঁকে পয়গম্বরসুল পরীক্ষায় ফেলা হয়। ফলে, এসবই তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং এমন এক শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন যে, তার সকল আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই (তার স্ত্রী লাইলা ব্যতীত) তাকে পরিত্যাগ করে। তিনি লোকালয়ের বাইরে এক আবর্জনাময় স্থানে দীর্ঘ সাত বছর কয়েক মাস পড়ে থাকেন। জিহ্বা ও অন্তর ব্যতীত দেহের কোনো অংশই এই ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল না। তিনি তদবস্থায়ই জিহ্বা ও অন্তরকে আল্লাহর স্মরণে মশগুল রাখতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। কোনো সময় হা-হুতাশ, অস্থিরতা ও অভিযোগের কোনো বাক্যও মুখে উচ্চারণ করেননি।

পার্থিব ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে আইয়্যুব (আ.) এর অভিব্যক্তি :

"আল্লাহ তাআলা আমার নিকট থেকে যা নিয়েছেন তার প্রকৃত মালিক বা স্বত্বাধিকারী আল্লাহ তায়ালা। আমি কিছুক্ষণের জন্য রক্ষক/ ভক্ষক ছিলাম মাত্র।"

সন্তান-সন্ততিদের মৃত্যু ও আইয়ুব (আ.)-এর অভিব্যক্তি :

"আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো দেয় এবং কখনো কখনো নেয়। তিনি কখনো কখনো আমাদের কাজে সন্তুষ্ট হন এবং কখনো কখনো অসন্তুষ্ট হন। কোনো কিছু আমার জন্য উপকারী বা অপকারী যাই হোক না কেন, আমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ এবং এ বিশ্বাসে অটল থাকব।"

রোগ-ব্যাধির পরীক্ষা ও আইয়ুব (আ.) এর অভিব্যক্তি :

"আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে আমার জিহ্বা ও অন্তরকে সুস্থ রেখেছেন যা দ্বারা তার পবিত্রতা ও মহত্ত্ব ঘোষণা করতে পারি।"

রোগ যন্ত্রণায় আইয়্যুব (আ.) যখন জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তখন তার স্ত্রী একবার আরজও করলেন যে, আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্যে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করুন। তিনি জওয়াব দিলেন : আমি সত্তর বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নিয়ামত ও দৌলতের মধ্যে দিনাতিপাত করেছি। এর বিপরীতে বিপদের সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন? সুস্থ জীবনের চেয়ে অসুস্থ জীবনের ব্যপ্তিকাল খুবই অল্প এ কারণে আমার রোগ-যন্ত্রণার কষ্ট দূরকরণের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে লজ্জাবোধ করি। পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সবরের ফলে তিনি দোয়া করারও হিম্মত করতেন না যে, কোথাও সবরের খেলাফ না হয়ে যায়। অথচ আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং নিজের অভাব ও দুঃখ-কষ্ট পেশ করা বে-সবরীর অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশেষে একটি পরিস্থিতি তাঁকে দোয়া করতে বাধ্য করল। তখন তিনি আল্লাহ তাআলার কছে এই বলে প্রার্থনা করেন- 'আমি দুঃখ কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।' বলাবাহুল্য, তাঁর এই দোয়া দোয়াই ছিল- বেসবরী ছিল না। আল্লাহ তাআলা তার সবরের স্বাক্ষর রেখে বলেছেন- 'আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি।'

নবী মুসা ও খিজির (আ.)

নবী মুসা (আ.) একদিন বনী ইসরাঈলদের একটি মজলিসে আলোচনা করছিলেন। লোকজন মূসা (আ.) কে বলেন, হে নবী এ যামানায় সব থেকে জ্ঞানী ব্যক্তি কে? ওয়াজের মধ্যে তিনি বলেন আমি হলাম বর্তমান যামানার নবী। সুতরাং এই যুগে আমার চেয়ে বড় জ্ঞানী ব্যক্তি আর কেউ নেই। এই কথাটি আল্লাহ তাআলার নিকট খুবই অপছন্দনীয় হলো। আল্লাহ তাআলা মুসা

(আ.) কে বললেন, 'হে মুসা! তোমার চেয়ে বড় আলেম (জ্ঞানী) ব্যক্তি এই যামানায় বর্তমান আছে। তিনি হলেন খিজির।' তখন মূসা (আ.) খিজির (আ.) এর সাথে দেখা করিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহর নিকট আগ্রহ প্রকাশ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, দুই নদীর মোহনার নিকটে একটি ময়দান আছে সেখানে গেলেই আমার বান্দা খিজির এর সাথে সাক্ষাৎ হবে। নবী মূসা (আ.) কে আরো নিশানা বলে দিলেন যে, তুমি যাবার সময় একটি কৈ মাছ ভেজে সাথে করে নিয়ে যাবে, যেই স্থানে উক্ত ভাজা কৈ মাছ জীবিত হয়ে নদীতে নেমে যাবে সেই স্থানেই খিজির (আ.)-এর সাথে দেখা হবে।

খিজির (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে মূসা (আ.) বলেন, 'হুযুর আমি আপনার সাথে কিছুদিন অবস্থান করে আপনার ইলম দ্বারা উপকৃত হতে চাই। হযরত খিজির (আ.) বললেন, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না। কারণ আমার দ্বারা এমন কাজ সম্পাদন হয় যা আপাত দৃষ্টিতে খারাপ মনে করে তুমি সহ্য করতে পাবে না।

হযরত খিজির (আ.)-এর কথা শুনে নবী মূসা (আ.) খুব অনুনয় বিনয় করে বলেন, হুযুর! আমাকে সাথে নিন আমি অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করব। খিজির (আ.) তখন বলেন, ঠিক আছে তুমি আমার সাথে থাকতে পারবে কিন্তু কখনো আমার কাজের জন্য প্রশ্ন করতে পারবে না। এই শর্ত মানতে পারলে আমার সাথে থাকতে পার। মূসা (আ.) এই শর্ত মেনে হযরত খিজির (আ.)-এর সাথে থাকতে লাগলেন।

ঘটনা-১ : এবার তারা উভয়ে পথ চলতে থাকেন। তারা একটি নৌকায় আরোহন করে একটি নদী পার হন। নৌকার মাঝি খিজির (আ.) কে চিনতে পারায় তাদের নিকট থেকে কোনো ভাড়া গ্রহণ করে না। তীরে নৌকা ভিড়লে খিজির (আ.) তাদের নৌকাটি ফুটা করে দেন। এ দৃশ্য দেখে মূসা (আ.) বলেন, হুযুর এ কি করলেন? এই গরিব মাঝি আমাদেরকে বিনা ভাড়ায় পার করে দিলো আর আপনি তাদের নৌকাটি নষ্ট করে দিলেন!

ঘটনা-২ : খিজির (আ.) মুসা (আ.) কে সাথে নিয়ে পুনরায় পথ চলতে থাকেন। পথের মাঝে একটি শিশুর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। খিজির (আ.) শিশুটিকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করে ফেলেন। নবী মূসা (আ.) এমন মর্মান্তিক ঘটনা দেখে বলে উঠেন, হুযুর! ইহা আপনি কি করলেন? একটি নিষ্পাপ শিশুকে কেন আপনি হত্যা করলেন?

ঘটনা-৩ : এরপর তারা একটি লোকালয়ে এসে হাজির হন। তাদের প্রচ- ক্ষুধা লাগে। তারা লোকালয়ের লোকদের নিকট খাদ্য চাই কিন্তু তারা তাদেরকে কোনো খাবারই দিলো না। ঐ বাড়ির একটি পতিত প্রাচীর প্রায় ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিলো। খিজির (আ.) ঐ প্রাচীর নিজ হাতে মেরামত করে দেন। মূসা (আ.) এই ঘটনা দেখে বলেন, হুযুর এরা আমাদেরকে খাবার দিতে অস্বীকার করলো আর আপনি তাদের পতিত প্রাচীর বিনা মজুরীতে মেরামত করে দিলেন।

প্রথম ঘটনার মর্মকথা : খিজির (আ.) বলেন, আমি যে নৌকাটি ভেঙে ফেলেছিলাম তার গোপন রহস্য হলো, এই দেশের বাদশা খুব জালেম লোক। সে আজ নৌ বিহারে বের হবে। সে ভালো নৌকা পেলে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তাই আমি এই গরিব লোকটির নৌকা ত্রুটিযুক্ত করে দিয়েছি যাতে রাজা তা নিতে ইচ্ছুক না হয়। পরবর্তিতে সে নৌকাটি মেরামত করে নেবে।

দ্বিতীয় ঘটনার মর্মকথা : যে নিষ্পাপ শিশুটিকে হত্যা করা হয়েছে তার পিতা মাতা মুসলমান এবং খুব ভালো মানুষ। কিন্তু শিশুটি বড়ো হয়ে কাফের হয়ে যাবে। এবং তার পিতা-মাতাকেও পথভ্রষ্ট করার সম্ভাবনা আছে। তাই আমি তাকে হত্যা করে শিশুটিকে পাপের হাত থেকে রক্ষা করলাম এবং তার ধার্মিক পিতা-মাতাকেও পথভ্রষ্টতা হতে রক্ষা করলাম।

তৃতীয় ঘটনার মর্মকথা : যে প্রাচীরটি মেরামত করা হয়েছে তা হলো দুটি এতীম শিশুর। তাদের পিতা-মাতা ঐ প্রাচীরের মধ্যে ধন-সম্পদ লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাদের পিতা-মাতা ছিলেন আল্লাহভীরু লোক। আল্লাহর ইচ্ছায় এতীম শিশু দুটি বড়ো হয়ে যেন ঐ সম্পদ লাভ করতে পারে এবং জোর করে অথবা ছলচাতুরি করে অন্য লোকেরা সেই সম্পদ যাতে নিয়ে যেতে না পারে। এজন্য তাদের প্রাচীর মেরামত করে দিয়েছি। এবং তাদের নিকট থেকে কোনো পারিশ্রামিক গ্রহণ করেনি।

উপদেশ : আল্লাহ যা করেন পরিণামে তা বান্দার জন্য কেবল কল্যাণই বহন করে। দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য একই সূত্রে গাঁথা।

কাফের ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধি-বিধানের তারতম্য

কাফের বা অবিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর বিধান হলো তারাও যেহেতু পৃথিবীতে ভালো কাজ করে (যথা দান-সাদাকাহ, বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য, মানুষের জন্য কল্যাণকর কোনো আবিষ্কার ইত্যাদি) তাদের এসকল পুণ্য কাজ পরকালে

কবুল হয় না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা ন্যায় বিচারক, কাউকে তিনি প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেন না। তাই তাদের পুণ্যসমূহের প্রতিদান এ দুনিয়াতেই মিটিয়ে দেন। যাতে পরকালে নেক কাজের কোনো প্রতিদান অবশিষ্ট না থাকে। অপরপক্ষে মুসলমানদের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান হলো তাদের গুনাহসমূহের হিসাব দুনিয়াতেই মিটিয়ে দেওয়া, যাতে আল্লাহর নিকট গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে উপস্থিত হতে পারে এবং তাদের সৎকাজের বদলা আখিরাতের জন্য মজুদ রাখেন।

এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। একদা এক শহরে মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দুই ব্যক্তি দুটি ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এক ব্যক্তি ছিল মুসলমান যিনি আল্লাহর ইবাদতে সময় অতিবাহিত করেছেন। তিনি জীবনের শেষ ইচ্ছা হিসেবে মধু খেতে চান। তার ঘরের আলমারিতে মধু সংরক্ষিত ছিল। অপর দিকে এক ইয়াহুদি ব্যক্তিটি শেষ ইচ্ছা হিসেবে মাছ খেতে চেয়েছিল। কিন্তু তার বাড়িতে কোনো মাছ ছিল না। এ পরিপেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদি ব্যক্তিটির মাছ খওয়ার ইচ্ছা পূরণ করতে এক ফেরেস্তাকে নির্দেশ দেন। এবং মুসলমান ব্যক্তির আলমারিতে রক্ষিত মধু নষ্ট করে দেওয়ার জন্য অপর এক ফেরেস্তাকে নির্দেশ দেন। আল্লাহর নির্দেশ মতো তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু পথিমধ্যে ফেরেস্তাদ্বয়ের সাক্ষাৎ হলে তারা তাদের প্রেরণের উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলেন এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান এই মনে করে যে তাদেরকে পরস্পর বিরোধী দুটি কাজের জন্য কেন প্রেরণ করা হলো। এরপর ফেরেস্তাদ্বয় আল্লাহকে বলেন হে আল্লাহ আপনি সর্বজ্ঞানী আপনার জ্ঞানের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে আমরা একটু জানতে ইচ্ছুক যে আপনি একই পরিস্থিতিতে আমাদেরকে এমন দুটি বিপরীতধর্মী কাজ করতে কেন বললেন। মুসলমান ব্যক্তিটি সারাজীবন আপনার ইবাদত করেছে অথচ আপনি তার মধু নষ্ট করতে বলে তার শেষ ইচ্ছাটি অপূর্ণ রেখে তাকে কষ্ট দিলেন যদিও তার ঘরেই মধু সংরক্ষিত ছিল। আর ইয়াহুদি যে আপনার নাফরমানিতে লিপ্ত ছিল তার মাছ খাওয়ার ইচ্ছ পূরণ করলেন যদিও তার বাড়িতে কোনো মাছ ছিল না।

তখন আল্লাহ তাআলা জবাবে বলেন- ইয়াহুদী ব্যক্তি জীবনে কিছু ভালো কাজ করেছিল তার প্রতিটির প্রতিদান আমি দুনিয়াতেই দিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু একটি নেক কাজের বদলা অবশিষ্ট ছিল। তাই জীবনের শেষ ইচ্ছা পূরণের মাধ্যমে

আমি তার সেই নেক কাজের বদলা দিয়েছি যাতে আখিরাতে তার কোনো নেক কাজের প্রতিদান অবশিষ্ট না থাকে। অপর দিকে মুসলমান ব্যক্তিটির সকল গোনাহই ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু একটি গুনাহ অবশিষ্ট ছিল। আর আমি চাই আমার বান্দা গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে আমার নিকট উপস্থিত হোক। তাই তার শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রেখে তাকে একটু কষ্ট দিয়ে তার গুনাহটিকে দুনিয়াতেই মিটিয়ে দিয়েছি।

জানের বিপদ মালের উপর দিয়ে যায়

আল্লাহ মানুষের জন্য যা করেন তা ভালোর জন্য করেন। মানুষের উপর বিপদাপদ প্রেরণ করে আল্লাহ তাকে হিফাজত করেন। মানুষের বিপদ সম্পদের উপর দিয়ে পার করে দেন। কোনো বিষয় সম্পতির ক্ষতি হলে তাকে ভালো বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। কেননা আল্লাহ অনেক সময় মানুষের উপর আপতিত বিপদাপদ বা বালা-মুসীবত মানুষের ধন-সম্পদের অসিলায় দূর করে দেন।

হযরত মূসা (আ)-এর যামানায় এক ব্যক্তি তার দরবারে এসে পশুপাখির ভাষা বুঝতে পারার ক্ষমতা অর্জনের জন্য আবদার করেন। অবশেষে আল্লাহ তাকে পশু-পাখির ভাষা বোঝার ক্ষমতা দান করেন। আগন্তুক এতে খুবই খুশি।

সকালে লোকটি তার চাকরকে নাস্তা আনার হুকুম দিলো এবং সেই সাথে তার পোষা কুকুর ও মোরগটিও আনতে বলে। কুকুর মোরগের কথা শুনে বুঝতে পারলো যে কালকে তার ঘোড়া মারা যাবে। একথা শুনে মনিব তাড়াতাড়ি তার ঘোড়া বিক্রি করার ব্যবস্থা করল। এবং তার আর সম্পদের ক্ষতি হলো না। মনে মনে সে খুব প্রফুল্ল হলো পশু-পাখির ভাষা বুঝার কারণে।

পরের দিন মনিব কুকুর মোরগের কথোপকথন থেকে তার গাধার মৃত্যুর আগাম সংবাদ শুনামাত্র গাধাটিও বিক্রি করার ব্যবস্থা করল। এবং সম্পদের ক্ষতি থেকে রেহাই পেল।

তৃতীয় দিন পশু-পাখির নিকট থেকে তার দুম্বার মৃত্যুও ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। তাই রাখালকে ডেকে নির্দেশ দিলেন ঐ কলো চারটি দুম্বাকে বিক্রি করে দিতে। মনিব মনে মনে বললেন, পশু-পাখির ভাষা শেখার এইতো লাভ। সম্পদের কতো ক্ষতি এড়ানো গেল। বেশ খুশি হলো লোকটি।

মনিবের মৃত্যু সংবাদ : লোকটি ঘোড়া বিক্রি করলেন, গাধা বিক্রি করলেন, শেষ পর্যন্ত দুম্বাগুলোও বিক্রি করলেন। সম্পদেও ক্ষতি ঠেকাতে পারায় নিজেকে খুবই চালাক ভাবেন।

লোকটির মোরগ বললো, আজ শেষরাতে যখন মুনাজাত করছিলাম তখনই শুনেছি মনিবের কিছু মাল হারাম ছিলো এবং তার কিছু রক্তও দূষিত ছিলো। কথা ছিলো মনিবের মালের উপর দিয়েই বিপদ চলে যাবে ও ঘোড়া মারা যাবে। কিন্তু মনিব বড় চালাকি করে ঘোড়া বিক্রি করে দিয়েছেন। এরপর কথা ছিলো সেই বিপদ গাধার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে উতরে যাবে। মনিব গাধাটিও বিক্রি করে দিলেন। এরপর কথা ছিলো তার দুম্বা মারা যাবে, কিন্তু তাতেও মনিব বাধ সাধলেন। সেহেতু এবার তার জানের ওপরই মুছিবত নেমে আসবে। এবার তো আর নিজেকে বিক্রি করতে পারবে না। মনিব যেই একথা শুনলো অমনি ভয়ে তার আত্মা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো। নাশতার কথা বেমালুম ভুলে ছুটে চললো হযরত মূসা (আ) এর উদ্দেশ্যে। মনিব বেচারা শেষ পর্যন্ত হাঁপাতে হাঁপাতে মূসা নবীর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলো এবং হযরত মূসাকে দেখামাত্রই তার পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো আর ফরিয়াদ করতে লাগলো- হে মূসা আমাকে বাঁচান, আমাকে বাঁচান! আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। মূসা (আ) তাজ্জব হয়ে বললেন, হয়েছেটা কি? এত আতঙ্কিত কেন? সে মূসা (আ)-এর নিকট সব খুলে বললো এবং আরজ করলো আমি মরতে চাইনে। এ বলে পশু-পাখির ভাষাবিদ হাউমাউ করে কান্নাজুড়ে দিলো। মূসা (সা) বললেন, বাপু! আমি তো তোমাকে তখনই বলেছিলাম পশু-পাখির ভাষা জানা তোমার জন্য ক্ষতিকর। এখন আমার করার কিছুই নেই। আমি আল্লাহর কাজে হাত দিতে পারি না। কারো বাঁচা মরার এখতিয়ারও আমার হাতে নেই। তোমার কথা অনুযায়ী তোমার কিসমতে ছিলো তোমার জানের বিপদ তোমার মালের কিছু ক্ষতি হওয়ার মাধ্যমে যাবে। কিন্তু তুমি তাতে বাধা দিয়েছো। এখন তুমি নিজেই বিপদের হতে ধরা দিয়েছো।

ক্রেতাদের টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি :

লোকটি বললো, হে নবী, আমার প্রাণ এখন আপনার হাতে, আপনার হাত পা ধরে বলছি বলুন আমাকে কি করতে হবে?

হযরত মূসা (সা) বললেন, কথাতো এটাই ছিলো যে, ঘোড়া, গাধা, দুম্বাগুলো তোমার জানের প্রতিরক্ষা ঢাল হবে। এখন এক কাজ করতে পারো, যাও

ওগুলোর ক্রেতাদের কাছে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে তাদের ক্ষতিপূরণ করো। তাদের কারো একজনের টাকা অন্তত ফেরত দাও আর নিজেই এ ক্ষতিটা মেনে নাও, যদি তারা রাজি হয় তাহলে হয়তো বা তোমার এই বদবখতি বদলাতেও পারে।

লোকটি বললো, এক্ষণি যাচ্ছি, বলেই সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললো বাড়ি পানে। রাখালকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, দম্বাগুলো কার কাছে বিক্রি করেছিলি? রাখাল জানালো, ঐ গ্রামের কৃষক ইউনুসের কছে।

অমনি মনিব দৌড়ালো ইউনুসের বাড়ীর উদ্দেশ্যে। ইউনুসকে পেয়েই বললো, ভাই ইউনুস তুমি কি গতকাল চারটি কালো দুম্বা খরিদ করেছিলে? ইউনুস জবাব দিলো, হ্যাঁ, আমিই খরিদ করেছিলাম। কতোইনা ভালো হয়েছে ওগুলো কেনায়। কারণ গতকালই সবকটা মারা গেছে।

ক্রেতাদের অস্বীকৃতি ও তাদের উপকার : দুম্বার মৃত্যু মনিবকে কারাগার থেকে রেহাই দেয়।

মনিব বললো, না, না কিসের ভালো হলো। বরং তোমার ক্ষতি হয়েছে। এখন আমি তোমার ক্ষতি পূরণ করেত চাই, তোমার টাকা ফেরত দিতে চাই। ইউনুস বললো, আজ্ঞে না টাকা ফেরত নেয়া অসম্ভব। যা ঘটেছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট। কারণ, আমি একজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলাম এবং এ দুম্বাগুলো কাজীকে ঘুষ হিসেবে দিতে চেয়েছিলাম যাতে তিনি আমার পক্ষে রায় প্রদান করেন। শুনতে পেলাম কাজী নয়া নির্দেশ জারি করেছেন যে কাজীর বাড়িতে ঘুষ নিয়ে আসবে, তাবে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হবে। দেখোনা কতই না ভালো হলো দুম্বাগুলো মারা যাওয়ায়। নতুবা আমি জেলখানায় শাস্তি ভোগ করতাম।

গাধার মৃত্যু মনিবকে নেকড়ের হামলা থেকে হেফাজত করে।

এবার মনিব গেল গাধা ক্রেতা ইলিয়াসের কাছে তার ক্ষতি পূরণ দিতে কিন্তু ইলিয়াসও টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। ইলিয়াস বললো গাধা মারা যাওয়ায় আমি খুশি। কারণ গাধার পিঠে চড়ে আমার বন্ধুদেও সাথে সফরে যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু গাধা মারা যাওয়ায় আমার যাওয়া সম্ভব হয়নি। এতে ভালোই হয়েছে জানে বেঁচে গেছি। আমার বন্ধুরা সফরে যেয়ে নেকড়ে দলের হামলায় মারাত্মকভাবে আহাত হয়ে হাসপাতালে জান নিয়ে লড়ছে। আমার গাধাটি রওনা

হওয়ার আগেই মারা গেছে নতুবা আমার অবস্থাও বন্ধুদের মতোই হতো। এখানেও মনিব হতাশ হলো।

ঘোড়ার মৃত্যু ডাকাতের অত্যাচার থেকে মুক্তির অসিলা হয়।

এবার মনিব ছুটে চললো ঘোড়া ক্রেতা ইব্রাহিমের কাছে। তার ঘোড়ার মৃত্যুর ক্ষতি পুষিয়ে দিতে। কিন্তু সেও তা নিতে অস্বীকৃতি জানালো এবং বললো না না তা অসম্ভব। কারণ ঘোড়া মারা যাওয়ায় আমার বিরাট লাভ হয়েছে। কারণ ঐ ঘোড়ায় চড়ে পার্শ্ববর্তী শহরে বিশেষ প্রয়োজনে যাওয়ার কথা ছিলো সফর সঙ্গীও জোগাড় হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ঘোড়া মারা যাওয়ায় আর যাওয়া সম্ভব হয়নি। অপর দিকে শুনতে পায় আমার সাথী সফরে যেয়ে ডাকাত দলের কবলে পড়ে মৃত্যুর দারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। আমার মালের উপর দিয়ে বালা-মুসীবত দূর হয়ে গেছে। মনিব বললো ভাই ইব্রাহিম টাকা ফেরত নিয়ে আমাকে বিপদ থেকে বাঁচাও। ইব্রাহীম বললো তোমার ঘোড়া মারা যাবে, একথা জেনেও তুমি চালাকি করে তোমার ঘোড় বিক্রি করে দিয়েছো। এখন কীভাবে জানবো যে, তোমার টাকা ফেরত নেওয়ার মধ্যে কোনো ধান্দা আছে কি না? আমি আমার ক্ষতিতেই রাজি। তুমি অন্য পথ দেখ।

অতি লোভের কারণে জনৈক ব্যক্তির যবনিকাপাত :

পশু-পাখির ভাষাবিদ হতাশ হয়ে মনে মনে বললো আবার যাবো মূসা (আ)-এর কাছে একটা উপাই নিশ্চয় বের করতে হবে। কিন্তু ইতোমধ্যেই মনিব বেচারার অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করলো এবং জান চলে গেল আল্লাহর হাতে।

উপসংহার : অনেক সময় জানের ক্ষতি মালের উপর দিয়ে যায়, সুতরাং মালের ক্ষতি পারতপক্ষে প্রতিরোধ করা বা তাতে অসন্তুষ্ট কিংবা হা-হুতাশ করা উচিত নয়। আল্লাহ মানুষের জন্য যা করেন তা ভালোর জন্য করেন। মানুষের উপর বিপদাপদ প্রেরণ করে আল্লাহ তাকে হিফাজত করেন। মানুষের বিপদ সম্পদের উপর দিয়ে পার করে দেন। কোনো বিষয় সম্পতির ক্ষতি হলে তাকে ভালো বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। কেননা আল্লাহ অনেক সময় মানুষের উপর আপতিত বিপদাপদ বা বালা-মুসীবত মানুষের ধন-সম্পদের অসিলায় দূর করে দেন।

জনৈক ব্যক্তির চাকরি হারানোর ঘটনা

এক ব্যক্তি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু বিশেষ কারণে তাকে চাকুটি থেকে অপসারিত করা হয়। যদিও প্রকৃত পক্ষে সংশ্লিষ্ট অপরাধে তার কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না কিন্তু নিয়মের বিধিবিধান ও তার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ না থাকায় তিনি দোষী সব্যাস্ত হন। আপাত দৃষ্টিতে তার চাকরি হারানো কষ্টের ও অপমানের হলেও প্রকারান্তরে পরবর্তীতে তা তার জন্যকল্যাণ বয়ে আনে। তিনি সবসমই বিশ্বাস করতেন যে আল্লাহ তাআলা সবকিছুরই ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকেন এবং যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। চাকরি হারানোর পর প্রচণ্ড মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং উপায়ান্তর না পেয়ে সৌদি আরবে পাড়ি জমান এবং এক মসজিদের ঝাড়ুদার হিসেবে কাজ নেন। ঝাড়ুদারের কাজ করলেও তার জ্ঞানভাণ্ডারে আর্থিক ও ব্যবসায়িক কাজের ভালো দক্ষতা ছিল। ধীরে ধীরে মসজিদের খাদেম, ঈমাম ও অন্যান্যরা তার ব্যবস্থাপকের পদ থেকে ঝাড়ুদার হওয়ার দুরবস্থার কথা জানতে পারেন। সেখানে এক প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন যিনি কতিপয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিক। মসজিদের খাদেম তার কাছে ঝাড়ুদার ব্যবস্থাপকের দুরবস্থার কথা জানান এবং তার জন্য একটি সম্মানজন চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করেন। লোকটি যখন জানতে পারলো আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তার ভালো জ্ঞান আছে তখন তাকে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে বলেন, যেটি প্রতিবছরই লোকসানে থাকে। তিনি তাকে বলেন আমার এই প্রতিষ্ঠানটি কোনো বছরই লাভ করতে পারে না। আপনি যদি পারেন তবে এটি চালিয়ে দেখেন আপনাকে কোনো লাভ দিতে হবে না, শুধুমাত্র চললেই হলো নতুবা আমি পরবর্তী বছরে এটি বন্ধ করে দিব। তখন তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং বছর শেষে অনেক মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হন। এক বছর পরে যখন প্রতিষ্ঠানের মালিককে বলা হয় আপনার প্রতিষ্ঠানে এমন পরিমাণ লাভ হয়েছে তখন তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চান না। তারপর বলেন আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা তোমাদের বেতন-ভাতা নিয়ে নাও। তিনি বলেন আমরা সবাই বেতন নিয়েছি। আবার বলেন তাহলে বোনাস নিয়ে নাও। ব্যবস্থাপক প্রতিউত্তরে বলেন, আমরা বোনাসও নিয়েছি তারপরও এমন লাভ অবশিষ্ট আছে। প্রতিষ্ঠানের মালিক ব্যবস্থাপকের দক্ষতা ও সততা দেখে আকৃষ্ট হন এবং তার উপর আস্থা অর্জন

করেন। তদুপরি তাকে অনেকগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপদেশদাতা হিসেবে নিয়োগ দেন। বর্তমানে তিনি ব্যক্তিগত হেলিকাপ্টারের মালিক এবং সৌদি আরবের অনেকগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নামকরা কনসালটেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেছেন। এমন অপ্রত্যাশিত সফলতা অর্জনের পেছনে তার চাকুটি হারানোটিই ছিল অন্যতম কারণ। যদি সে এই চাকরিটি না হারাত তবে হয়তো বড় জোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হতো।

সারকথা

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি কখনো আমাদের ক্ষতি হয় এমন কোনো কিছুই করেন না। তিনি যা করেন সবই আমাদের ভালোর জন্য করেন। তার ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা। এই মনোভাব যখন মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে নেওয়া সম্ভব হবে তখন মনে এক আন্তরিক প্রশান্তি বিরাজ করে। তখন কোনো দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি, বিপদাপদ আমাদেরকে বিচলিত বা ক্ষতি করতে পারে না। মুমিন বান্দা আল্লাহর উপর ভরসা করে দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করে; হা-হুতাশ করে না। আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করে না। যার ফলে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের দরুন অন্তরে শান্তি ও স্বস্তি বিরাজ করে এবং সহসাই বিপদাপদ অপসারিত হয়ে যায়, এদিক দিয়ে তা নিয়ামতে পরিণত হয়ে যায় এবং বিপদের জন্যও সওয়াব পাওয়া যায়।

যারা বিপদে ঘাবড়ে যায়, হা-হুতাশ শুরু করে দেয় এবং তকদীরের বিরুদ্ধে আপত্তি-অভিযোগ করে, তারা বিপদাপদ থেকে সহসা অব্যাহতিও পায় না এবং তাদের আত্মাও শান্তি-স্বস্তি লাভ করতে পারে না; বরং অনেক লোক বিপদে অধৈর্য হয়ে গালাগাল শুরু করে। আল্লহকে মন্দ বলার দরুন তারা কাফের হয়ে যায় এবং ঈমানের সম্পদ হারিয়ে বসে। পক্ষান্তরে যারা ধৈর্যধারণ করে না এবং প্রতিদান ও সওয়াবের আশা করে না, তারা বিপদও ভোগ করে তদুপরি সওয়াব থেকেও বঞ্চিত থাকে। বলা হয়েছে- "প্রকৃত বিপদগ্রস্ত সে ব্যক্তি যে সওয়াব থেকে বঞ্চিত।"

আল্লাহ তাআলা হযরত আইয়ুব (আ.) কে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি দিয়ে পরীক্ষা করেন। তার সর্বাঙ্গে ঘা হয় এবং কীটে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তবুও তিনি কোনো অভিযোগ করেননি। একসময় একটি কীট তার শরীর থেকে মাটিতে পড়ে গেলে তিনি বরং তা উঠিয়ে নেন এবং তার গায়ে স্থাপন করেন। যাতে আল্লাহর ইচ্ছায় তার কোনোরূপ আপত্তি না থাকে। তিনি আল্লাহর নিকট এই বলে দোয়া করেন

"হে আমার প্রতিপালক! আমি তো দুঃখ কষ্টে পড়েছি, তুমি দয়াবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু" । সূরা: আম্বিয়া]

বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির মাধ্যমে নিম্নলিখিত ফায়দা অর্জিত হয়:

* ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়;
* গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়;
* পরকালে অশেষ নিয়ামত প্রদান করা হয়;
* ছোট বিপদের মাধ্যমে বড় বিপদ অপসারিত হয়;
* নিজের বড়ত্বের বা সাফল্যের গর্ব-অহংকার খর্ব করে;
* আল্লাহর আনুগত্যে উদাসীনতার প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে;
* দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমে এবং আখিরাতের প্রতি মহাব্বাত বাড়ে;
* দুঃখ-কষ্টে জর্জরিতদের প্রতি সহানুভূতিশীলতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে;
* বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় যা তার পক্ষে আমলের মাধ্যমে অর্জন করা অসম্ভব ।

অতএব বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের সময় এই মনোভাব পোষণ করতে হবে যে, বিপদ ও রোগ-শোক এসেছে তা তো এসেই গেছে, নামাজ ও ধৈর্যের দ্বারা তা অপসারিত হবে, যিকির ও দোয়ার মাধ্যমে তা টলে যাবে । ধৈর্যহীনতা ও হা-হুতাশে তা দূর হতে পারে না । তার পরেও হা-হুতাশ ও অধৈর্য হয়ে কী লাভ? তাই বিপদাপদে ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করে এবং সেজন্য আল্লাহ তাআলার সওয়াবের আশা পোষণ করে বিপদাপদের মারেফাত উপলিব্ধি করে, বুদ্ধিমান বান্দাগণ বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টকে মূল্যবান বিষয় বানিয়ে নেয় ।

এ আর খান ট্রাস্টের উদ্দেশ্য

ক) প্রাথমিক পর্যায়ে করণীয় কার্যাবলি :

১. ইসলাম ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পুস্তিকাকারে সংকলন করে বিনা মূল্যে নির্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠীর মাঝে বিতরণ করা;

২. চরিত্র গঠন ও মানবতাবোধ উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে নির্বাচিত অন্যকোনো বিষয়ের পুস্তিকা সংকলন করা ও বিনা মূল্যে নির্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠীর মাঝে বিতরণ করা;

৩. এতিম ও অসহায় ছেলে-মেয়েদের কাপড়-চোপড় ও শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য সহায়তা দেওয়া;

৪. প্রতি বছর শীতকালে বৃদ্ধ ও শিশুদের জন্য শীতবস্ত্র বিতরণ করা;

৫. ঈদের সময় শিশুদের জন্য নতুন কাপড়-চোপড় বিতরণ করা;

৬. কোরআন হাফেজে রত গরিব ও এতিমদের এককালীন বৃত্তি ও বিনামূল্যে কোরআন শরীফ বিতরণ করা;

৭. জনসাধারণের জন্য ব্যবহৃত রাস্তার দুই ধারে ফলের গাছ লাগানো।

খ) পরবর্তীকালে পর্যাপ্ত তহবিল প্রাপ্তির সাপেক্ষে নিম্নক্ত কাজগুলি করা যেতে পারে :

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে বিভিন্ন কার্য পরিচালনা করা;

২. নিঃস্ব গরিব ও অসহায়দের জন্য বিনামূল্যে বিকল্প চিকিৎসা সেবায় (Homeo, Alopathic) প্রদান করা;

৩. দুঃস্থ শিশুদের জন্য বিনা বেতনে প্রথমিক বিদ্যালয় চালু করা;

৪. নিরক্ষর গরিব বয়স্কদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা চালু করা;

৫. ভবিষ্যতে সম্ভব হলে একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার লক্ষ্য থাকবে।

৬. অসহায় বৃদ্ধদের থাকার জন্য বৃদ্ধাশ্রম করা যেতে পারে।

৭. অসহায় গরিবদের জন্য একটি হোমিওপ্যাথি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা ।

গ) এছাড়াও এ আর কে ট্রাস্টের আদর্শ ও মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।